প্রাচীন ভারতীয়

অলংকার-শাস্ত্রের ভূমিকা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ., পি. আর. এস্.

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরমপূজনীয়
স্বর্গত গিরিশচন্দ্র তর্করত্ন
পিতামহদেবের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ভূমিকা

কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে, অলংকার-শাস্ত্রের আলোচনা অত্যন্ত অপেক্ষিত। অলংকারশাস্ত্র কাব্যের দর্শন-শাস্ত্র। কাব্যের রহস্যোদ্‌ভেদন মাত্র অলংকার-শাস্ত্রেরই আয়ত্ত। এইজন্য অলংকারশাস্ত্রকে কাব্যের বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ভারতীয় রীতি অনুসারে কাব্যের রহস্যোদ্‌ভেদনে একমাত্র অলংকার-শাস্ত্রই সমর্থ। আজ আমরা যাহাকে অলংকারশাস্ত্র বলি,—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাকে অলংকারশাস্ত্র না বলিয়া রসশাস্ত্র বলা উচিত। অতি প্রাচীন আচার্য্য ভরত প্রভৃতি রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অলংকার প্রভৃতি রসেরই পরিপোষক। শ্রুতি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহ্নন্দী ভবতি।' এই আনন্দস্বরূপ রসই কাব্যের আত্মা বলিয়া 'ধ্বন্যালোক'-কার-প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য এই কাব্যরসাস্বাদকেই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়া অলংকারগ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে রসই যে কাব্যের আত্মা, ইহা একদিনে এক কথায় নিরূপিত হয় নাই। অলংকার-শাস্ত্রের আলোচনার বহু বিবর্ত্তনের মধ্যে কখনও এই তত্ত্ব পরিস্ফুট, কখনও বা আচ্ছাদিত হইয়াছে। বহুবিধ যুক্তিজাল নিরসনপূর্ব্বক কাশ্মীরক মহাকবি আনন্দবর্ধন এই সিদ্ধান্ত অতি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। অতঃপর প্রায় সকলেই এই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আনন্দবর্ধনের মতের অনুবর্ত্তন করিলেও আনন্দবর্ধনের উক্তির যাথার্থ্য সকলে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য অলংকারশাস্ত্রের আলোচনাতে আনন্দবর্ধন-প্রণীত 'ধ্বন্যালোকে'র আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে সকলের অপেক্ষিত। এই অতি অপেক্ষিত আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে উপেক্ষিতপ্রায় হইয়াছে। সাহিত্য-দর্পণাদি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমানের আলংকারিকগণ অলংকারের

আলোচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে করেন। আনন্দবর্ধন-প্রদর্শিত রসের আলোচনা 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিতরাজের আলোচনায় 'ধ্বন্যালোকে'র সিদ্ধান্ত অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিপরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আনন্দবর্ধন অদ্বৈতবাদ অভিপ্রায়ে রসের আলোচনা করেন নাই। ইহা তাঁহার উক্তি হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ',—এই ভরত-সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন আলংকারিকগণের মতবাদ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সূত্রের যাদৃশ ব্যাখ্যা 'ধ্বন্যালোকে' প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্য আলংকারিকগণ তাহারই অনুবাদ করিতে যাইয়া সুস্পষ্টভাবে ধ্বন্যালোকের মত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। অতি সুপ্রাচীন উক্তি নানাবিধ ব্যাখ্যা-উপব্যাখ্যার সাহায্যে বহুদূর প্রসারিত হইলেও তাহা মূল সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিনা, ইহা নিরূপণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। অতি-ব্যাখ্যার ফলে অনেক স্থলেই মূলতত্ত্ব আবৃত হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে আলংকারিক-প্রস্থান বহুবিধ প্রসিদ্ধ আছে। এই প্রসিদ্ধ প্রস্থান-ভেদগুলির সুস্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই। এইজন্য বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই সমস্ত মতবাদ জনসাধারণের সুখবোধ্য করিবার জন্য বঙ্গভাষায় এই প্রবন্ধ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থখানি আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। এই প্রবন্ধে অতি অল্প কথায় বহু বিচারসাধ্য তত্ত্বসমূহ অতি সহজে ও সরলভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। আলংকারিকগণের নানাবিধ প্রস্থানভেদ এবং তাহার ক্রম এবং বিচারের রীতির সূক্ষ্মতা প্রভৃতি অতি স্পষ্টভাবে এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইয়াছে। যে-সমস্ত কথা বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সহজে অবধারণ করা যায় না, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, অতি অনায়াসে অসন্দিগ্ধরূপে সেই তত্ত্বগুলি বুঝিতে পারা যাইবে। কাব্যের আলোচনার জন্যই অলংকারশাস্ত্রের আলোচনা।

ভারতীয় দৃষ্টিতে কাব্য কি ভাবে আলোচিত হইত, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ কবিশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—'কবিং পুরাণ-মনুশাসিতারম্'। ভগবান্ পুনঃ পুনঃ কবিশব্দ দ্বারা উল্লিখিত হইলেও কোনও স্থলেই ভগবান্‌কে শাব্দিক বা তার্কিক পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। আর কবির কর্ম্মই কাব্য। এইজন্য বিশ্ববিশ্ববিরচনাও সুবৃহত্তম কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং কাব্যমীমাংসা সাধারণ লোকবুদ্ধিগম্য নহে। এইজন্য ভারতের পূর্ব্বাচার্য্য ভরত-ভামহাদি এই কাব্যমীমাংসার রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালেও ভারতীয় সুধীবৃন্দ কাব্যমীমাংসার রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কাব্যমীমাংসার রীতি অতি সুবিস্তৃত হইলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দর্পণে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের মত পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য যাহারা কাব্যরসাস্বাদের জন্য আলংকারিক রীতি অনুসারে আলোচনায় প্রয়াসী, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা অতি সংক্ষেপে অসন্দিগ্ধভাবে এই রীতি অবগত হইতে পারিবেন—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।

আশা করি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠকেরা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন এবং এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আর ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক অংশের বিশেষ প্রকাশ পাঠক-গণের চক্ষুতে প্রতিভাত হইবে। দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি জানিতে হইলে সেই দেশের কাব্য ও তাহার সমালোচনা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। আজ স্বাধীন ভারতের নরনারী ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ জানিবার জন্য অবশ্যই উৎসাহী হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের সেই উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে।

সংস্কৃত কলেজ, 'গবেষণা বিভাগ'
১৫ই বৈশাখ, ১৩৬০ } ম. ম. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

১

শাস্ত্র-সংগ্রহ

সংস্কৃত সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত অতি সুদূর অতীতে গিয়া উপনীত হই। ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতির ন্যায় অলংকারশাস্ত্রও অতি প্রাচীন। যেদিন হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ কবিত্বশক্তির প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই অলংকারশাস্ত্রের মূল রোপিত হইয়াছে—ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা, বাক্য ও অলংকার পরস্পর সম্বদ্ধ। সুন্দর বাক্যই 'অলংকার'—"সৌন্দর্য্যমলংকারঃ" (কাব্যালংকারসূত্র)। সুতরাং বাক্য হইতে তাহার সৌন্দর্য্যকে বিচ্ছিন্ন করা একেবারেই অসম্ভব, যেমন শরীর হইতে তাহার লাবণ্যকে বিয়োজিত করা অসম্ভব। বাক্-প্রয়োগ ও অলংকার-যোজনা—এই উভয়ই ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম বাঙ্ময়—বৈদিক সংহিতাগুলিতেও যে আমরা অলংকারের নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হইবার কারণ নাই। খৃঃ ১১শ শতকের আচার্য্য রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোবিচিতি এবং জ্যোতিষ,—এই ষড়্বিধ বেদাঙ্গব্যতিরিক্ত অলংকারশাস্ত্রকেও

'সপ্তম বেদাঙ্গ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"ইহ হি বাঙ্‌ময়মুভয়থা—শাস্ত্রং কাব্যং চ। শাস্ত্রপূর্বকত্বাৎ কাব্যানাং শাস্ত্রেষ্বভিনিবিশেত। ন হি অপ্রবর্ত্তিতপ্রদীপাস্তে তত্ত্বার্থমধ্যক্ষয়ন্তি। তচ্চ দ্বিধা পৌরুষেয়মপৌরুষেয়ং চ। অপৌরুষেয়ং শ্রুতিঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোবিচিতিঃ জ্যোতিষং চ ষড়ঙ্গানি ইত্যাচার্য্যাঃ। 'উপকারকত্বাৎ অলংকারঃ সপ্তমমঙ্গম্' ইতি যাযাবরীয়ঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ বেদার্থানবগতিঃ। যথা—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

—(কাব্যমীমাংসা, ২য় অধ্যায়)।

বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের ঔষস সূক্তগুলিতে ঋষিগণ উষাদেবীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া অতি চমৎকার উপমা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ঔষস সূক্তগুলির সহিত পরবর্ত্তী যুগের যে কোনও গীতিকাব্যের (lyrics) তুলনা চলিতে পারে। অতএব, অলংকার শাস্ত্রের মূল বৈদিক সংহিতার মধ্যেই দৃঢ়রোপিত—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

কিন্তু এই ভাবে বৈদিক সাহিত্যের সহিত অলংকারশাস্ত্রের সমকালিকতা স্বীকার করিয়া লইলেও শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ গ্রন্থের ন্যায় সমসাময়িক কোনও অলংকারমূলক পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। অধুনা

যে সকল অলংকারগ্রন্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র'। যদিও রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে ('শাস্ত্রসংগ্রহঃ') 'সাহিত্যবিদ্যা' র উৎপত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়—

"অথাতঃ কাব্যং মীমাংসিষ্যামহে যথোপদিদেশ শ্রীকণ্ঠঃ পরমেষ্ঠি-বৈকুণ্ঠাদিভ্য-শ্চতুষ্টয়েভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ। সোঽপি ভগবান্ স্বয়ম্ভূরিচ্ছাজন্মভ্যঃ স্বান্তেবাসিভ্যঃ। তেষু সারস্বতেয়ো বৃন্দীয়সামপি বন্দ্যঃ কাব্যপুরুষ আসীৎ। তং চ সর্বসময়বিদং দিব্যেন চক্ষুষা ভবিষ্যদর্থদর্শিনং ভূ-র্ভুবঃ-স্ব-স্ত্রিতয়বর্ত্তিনীষু প্রজাসু হিতকাম্যয়া প্রজাপতিঃ কাব্যবিদ্যাপ্রবর্ত্তনায়ৈ প্রাযুঙ্‌ক্ত। সোঽষ্টাদশধিকরণীং দিব্যেভ্যঃ কাব্যবিদ্যাস্নাতকেভ্যঃ সপ্রপঞ্চং প্রোবাচ। তত্র কবিরহস্যং সহস্রাক্ষঃ সমাম্নাসীৎ, ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ, রীতিনির্ণয়ং সুবর্ণনাভঃ, আনুপ্রাসিকং প্রাচেতায়নঃ, যমকানি চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ, শব্দশ্লেষং শেষঃ, বাস্তবং পুলস্ত্যঃ, ঔপম্যমৌপকায়নঃ, অতিশয়ং পারাশরঃ, অর্থশ্লেষমুতথ্যঃ, উভয়ালঙ্কারিকং কুবেরঃ, বৈনোদিকং কামদেবঃ, রূপকনিরূপণীয়ং ভরতঃ, রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ, দোষাধিকরণং ধিষণঃ, গুণৌপাদানিকমুপমন্যুঃ, ঔপনিষদং কুচমার ইতি। ততস্তে পৃথক্ পৃথক্ স্বশাস্ত্রাণি বিরচয়াঞ্চক্রুঃ। ইত্থংকারঞ্চ প্রকীর্ণত্বাৎ সা কিঞ্চিদুচ্চিচ্ছিদে॥"

এই স্থলে যে সকল আচার্য্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ভরতাচার্য্যের নামই অলংকারশাস্ত্রের

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, আর সকলেই অজ্ঞাত। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের যদিও প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্য বা নাট্যের লক্ষণকরণ ও তাহার পরীক্ষাই একমাত্র উদ্দেশ্য, তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে 'শ্রব্যকাব্য' ও 'দৃশ্যকাব্য' এই উভয় কাব্যসাধারণ অনেক বিষয়েরই ইহাতে আলোচনা আছে। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকালনির্ণয় বর্ত্তমানে নিতান্তই দুঃসাধ্য। পণ্ডিতগণেরও সে বিষয়ে কোনও ঐকমত্য নাই। (১)

কোনও কোনও পণ্ডিত অগ্নিপুরাণের অন্তর্গত কাব্যাদিলক্ষণ-বিচারখণ্ডটিকেই (অগ্নিপুরাণ অঃ ৩৩৭-৪৭) অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু অগ্নিপুরাণে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে এমন অনেক আধুনিক মতবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা প্রাচীন অলংকারনিবন্ধসমূহে আলো-

---

(১). "Various estimates of the age of the Nātyaśāstra have been offered by scholars. Prof. Macdonell assigns him to the 6th Century A. C. M. M. Haraprasad Sāstri assigns it to the 2nd Century before Christ (J. A. S. B. 1913. p. 307). Prof. Levi in a brilliant article (translated I. A. Vol. 33. p. 163) relying upon the use of such words as स्वामी in the Nātyaśāstra (17. 75) as terms of adress tried to prove that the Nātyaśastra was composed about the time of the Indo-Scythian **Ksatrapas** some of whom like Chastana are styled Svāmi in the Inscription········· The upper limit of the Nātyaśāstra cannot be fixed with certainty." —P. V. Kane : Introduction, H A L. pp VIII-IX.

চিত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ম.ম. কাণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— "That the Agnipurana is later than the 7th. century at best and that the section on poetics was probably compiled about or a little after 900 A.C.

ভরতমুনিপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালীন অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ত্তমানে একরূপ অজ্ঞাত বলিলেই হয়। নাট্যশাস্ত্রের পরে উল্লেখযোগ্য অলংকারগ্রন্থ হইতেছে আচার্য্যভামহবিরচিত 'কাব্যালংকার'। ভামহের কালনির্ণয় নিঃসন্দিগ্ধভাবে সম্ভব নয়। খৃঃ ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতকের মাঝামাঝি তাঁহার আবির্ভাব ইহাই প্রচলিত মত। ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের বহুস্থলে প্রাচীন আচার্য্যগণের প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"সমাসেনোদিতমিদং ধীখেদায়ৈব বিস্তরঃ।
অসংগৃীত-মপ্যন্যদভ্যূহ্যমনয়া দিশা।"—(২.৯৫)

আবার—"ইতি নিগদিতা-স্তাস্তা বাচামলংকৃতয়ো ময়া"
বহুবিধকৃতীর্দৃষ্ট্বাহন্যেষাং স্বয়ং পরিতর্ক্য চ॥"—৫.৬৮

এমন কি, ভামহ দুইবার মেধাবিরুদ্র নামক এক পূর্বাচার্য্যের নামোল্লেখও করিয়াছেন।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় একস্থলে মেধাবিরুদ্র এবং কুমারদাস জাত্যন্ধ কবি ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ

করিয়াছেন—“যতো মেধাবিরুদ্রকুমারদাসাদয়ো জাত্যন্ধাঃ কবয়ঃ শ্রূয়ন্তে।—” পৃ ১২

কিন্তু এই মেধাবিরুদ্রের প্রণীত কোনও অলংকার গ্রন্থ বর্ত্তমানে দৃষ্টিগোচর হয় না।(১) ভামহের কাব্যালংকারের উপর কাশ্মীরীয় আচার্য্য উদ্ভটের একখানি টীকা ছিল—সেখানির নাম ‘ভামহ-বিবরণ’। তাহাও অধুনা লুপ্ত। কাব্যালংকার গ্রন্থখানি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার গ্রন্থাবসানে আলোচিত বিষয় সমূহের একটী সূচী দিয়াছেন। যথা—

“ষষ্ট্যা শরীরং নির্ণীতং শতষষ্ট্যা ত্বলংকৃতিঃ।
পঞ্চাশতা দোষদৃষ্টিঃ সপ্তত্যা ন্যায়নির্ণয়ঃ॥
ষষ্ট্যা শব্দস্য শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যেবং বস্তুপঞ্চকম্।
উক্তং ষড্ভিঃ পরিচ্ছেদৈঃ ভামহেন ক্রমেণ বঃ॥”

অতএব ভামহের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পাঁচটি (বস্তুপঞ্চকম্)—১) [কাব্য] শরীর, (২) অলংকৃতি (বা কাব্যালংকার), (৩) [কাব্য] দোষ, (৪) ন্যায়নির্ণয়, এবং (৫) শব্দশুদ্ধি। ইহার মধ্যে ন্যায়নির্ণয় ও শব্দশুদ্ধি যথাক্রমে ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রেরই আলোচ্য। সুতরাং মুখ্যভাবে কাব্যবিচারের অন্তর্গত নহে। তথাপি যুক্তিদোষ এবং শব্দদোষ কাব্যের উৎকর্ষের হানি

---

(১) নমি সাধু তাঁহার রুদ্রটালংকারটীকায় মেধাবিরুদ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

“ননু দণ্ডি-মেধাবিরুদ্র-ভামহাদিকৃতানি সন্ত্যেবালংকার-শাস্ত্রাণি।—” পৃঃ ২

ঘটাইয়া থাকে, সেইজন্যই তাহার পরিহারের জন্য ভামহ এই দুইটি বিষয়ের আলোচনাও কাব্যবিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

অলংকারশাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে ভামহের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'প্রাক্' 'পূর্ব্ব' 'প্রাচীন' 'চিরন্তন' প্রভৃতি প্রাচীনতাবোধক শব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী আলংকারিকগণ তাঁহাকে সবহুমানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ' নামক অলংকারগ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যানাথ গ্রন্থের প্রারম্ভে ভামহের প্রতি সাদর নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"পূর্বেভ্যো ভামহাদিভ্যঃ সাদরং বিহিতাঞ্জলিঃ।
বক্ষ্যে সম্যগলংকারশাস্ত্রসর্বস্বসংগ্রহম্॥"—(প্র. রু. পৃ. ১১).

সুতরাং ভামহ যে অলঙ্কারশাস্ত্রের একজন প্রস্থানপ্রবর্ত্তক আচার্য্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ভামহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অথচ সমসাময়িক আচার্য্য দণ্ডী অলংকারশাস্ত্রের অপর একজন খ্যাতনামা আচার্য্য। তাঁহার রচিত 'কাব্যাদর্শ' অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং কবিত্বের দিক্ দিয়া ভামহের 'কাব্যালংকারে'র তুলনায় ইহার উৎকর্ষ সর্ববাদিসম্মত। ভামহের ন্যায় দণ্ডীও বহুস্থানে 'পূর্বাচার্য্যে'র ও 'পূর্বশাস্ত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"পূর্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপলভ্য চ।"—১-২
"ইতি বাচামলংকারা দর্শিতাঃ পূর্বসূরিভিঃ"—২ - ৭
"কিং তু বীজং বিকল্পানাং পূর্বাচার্য্যৈঃ প্রদর্শিতম্"—২-২
"এতাঃ ষোড়শ নির্দ্দিষ্টাঃ পূর্বাচার্য্যৈঃ প্রহেলিকাঃ"—৩-১০৬

অনেক স্থলে এইরূপ মনে হয় যে, দণ্ডী যেন ভামহের মত-বাদের আক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের আবির্ভাব-কাল অনির্ণীত থাকায় কে কাহার নিকট ঋণী, বা কে কাহার পূর্ববর্ত্তী, তাহা স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

তবে দণ্ডী যে বাণভট্টের পরবর্ত্তী ইহা আধুনিক গবেষকগণ প্রায়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—

"অরত্নালোকসংহার্য্যমবার্যং সূর্য্যরশ্মিভিঃ।

দৃষ্টিরোধকরং যূনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥"—[কাব্যাঃ ২.১৯৭]

—দণ্ডীর এই শ্লোকটি যে বাণভট্টের 'কাদম্বরীকথা'র অন্তর্গত শুকনাসোপদেশের "নিসর্গত এব অভানুভেদ্যমরত্নালোকচ্ছেদ্যম্ অপ্রদীপপ্রভাপনেয়ম্ অতিগহনং তমো যৌবনপ্রভবম্" এই অংশটুকুরই শ্লোকাকারে বিন্যাসমাত্র তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া—"অপি ত্বনিয়মো দৃষ্টস্তত্রাপ্যন্যৈ-রুদীরণাৎ" (কাব্যাঃ ১.২৫) এই কারিকার ব্যাখ্যায় প্রাচীন টীকা-কার তরুণবাচস্পতি বলিয়াছেন—"তত্রাপি আখ্যায়িকায়ামপি অন্যৈঃ নায়কাদন্যৈঃ হর্ষচরিতাদৌ ভট্টবাণাদিভিরপি উদীরণস্য দৃষ্টত্বাৎ"। সুতরাং তরুণবাচস্পতির মতেও বাণভট্টের হর্ষচরিত আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দণ্ডী উদ্ধৃত কারিকাংশটি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দণ্ডীর আবির্ভাবকাল যে খৃঃ ৭ম শতকের মধ্যবর্ত্তী, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ।

'কাব্যাদর্শ' তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ 'রীতি' ও 'গুণ', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ 'অর্থালংকার' এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে শব্দালংকার যমক এবং কাব্যদোষের বিচার আছে।

বামনাচার্য্যের 'কাব্যালংকারসূত্র' অলংকারশাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। সূত্র এবং বৃত্তির আকারে এই গ্রন্থটি রচিত। আচার্য্য বামনই স্বয়ং সূত্র এবং বৃত্তি উভয় অংশেরই রচয়িতা—"প্রণম্য পরমং জ্যোতির্বামনেন কবিপ্রিয়া। কাব্যালংকারসূত্রাণাং স্বেষাং বৃত্তির্বিধীয়তে॥" কাব্যালংকারসূত্রখানি ৫টি অধিকরণে এবং সর্বসমেত ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পাঁচটি অধিকরণের নাম যথাক্রমে—(১) শারীরাধিকরণ, (২) দোষদর্শন, (৩) গুণবিবেচন, (৪) আলংকারিক, এবং (৫) প্রায়োগিক। তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে বামনাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থের এই অধিকরণবিভাগ বিষয়ে মূলতঃ ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে বামনাচার্য ৭৫০ খৃঃ—৮০০ খৃঃ মধ্যে কাশ্মীরদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণী'কার কহ্লণ একটি শ্লোকে বামনাচার্য্যকে জয়াপীড়-নৃপতির অন্যতম মন্ত্রিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"মনোরথঃ শঙ্খদত্ত-শ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥"—(রাজ° ৪. ৪৯৭)

ভরত, ভামহ এবং দণ্ডীর ন্যায় বামনও একজন সম্প্রদায়-

প্রবর্ত্তক আচার্য্য। রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'য় একাধিক-বার বামনাচার্য্যের মতোল্লেখ করিয়াছেন—'ইতি বামনীয়াঃ'। পরবর্ত্তী প্রত্যেক গ্রন্থকার বামনের মতবাদ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

বামনাচার্য্যের পর অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—আচার্য্য আনন্দবর্ধনের আবির্ভাব। 'রাজ-তরঙ্গিণী'র একটি শ্লোকে (৫.৩৪) কহ্লণ বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরের অধিপতি অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে (খৃঃ ৭৫৫—৮৮৩) আচার্য্য আনন্দবর্ধন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন —

"মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্মণঃ॥"

আচার্য্য আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের রচয়িতা। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থটি কারিকা এবং বৃত্তি এই দুই অংশে বিভক্ত। যদিও এই দুই অংশের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বিদ্বৎসমাজে মতভেদ আছে, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, আচার্য্য আনন্দবর্ধনই স্বয়ং এই উভয় গ্রন্থের কর্ত্তা। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থটি চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। ইহার উপর আচার্য্য অভিনবগুপ্তের (খৃঃ ১০ম শতক) 'ধ্বন্যালোক-লোচন' নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা আছে। টীকাটিও মূল গ্রন্থের ন্যায়ই প্রামাণিকরূপে আলংকারিকসমাজে খ্যাত। যদিও অভিনবগুপ্ত তাঁহার অজ্ঞাতনামা 'পূর্ববংশ্য' রচিত 'চন্দ্রিকা' নামে একটি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বহুস্থলে চন্দ্রিকাকারের

মতও উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি উহা বর্ত্তমানে দুর্লভ। 'ধ্বন্যালোকে'র ১ম উদ্যোতের টীকার অন্তে অভিনবগুপ্ত একটি সুন্দর শ্লোকে এই 'চন্দ্রিকা' ব্যাখ্যার প্রতি গূঢ় কটাক্ষ করিয়াছেন—

"কিং লোচনং বিনাঽলোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াঽপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥"—
পৃঃ ১৬৪ (কাশী সংস্করণ)

অভিনবগুপ্ত ছিলেন ভট্টেন্দুরাজ (বা প্রতীহারেন্দুরাজ), যিনি উদ্ভটাচার্য্যের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য। তিনি অধুনালুপ্ত 'কাব্য-কৌতুক' প্রণেতা আচার্য্য ভট্টতৌতকে সাহিত্যগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অলংকারশাস্ত্রে আনন্দবর্ধনের স্থান অনেকটা ভারতীয় দর্শনিক প্রস্থানে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়। অভিনবগুপ্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে আনন্দবর্ধনের অলৌকিক প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—'সহৃদয়চক্রবর্ত্তী খল্বয়ং গ্রন্থকৃৎ।' ৪র্থ উদ্দ্যোতে গ্রন্থাবসানে 'সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম—' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের খ্যাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য—

"ইহ বাহুল্যেন লোকো লোকপ্রসিদ্ধ্যা সম্ভাবনাপ্রত্যয়বলেন প্রবর্ত্ততে। স চ সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো নামশ্রবণাৎ প্রসিদ্ধান্যতদীয়-সমাচার-কবিত্ব-বিদ্বত্ত্বাদিসমনুস্মরণেন ভবতি। তথাহি—

'ভর্ত্তৃহরিণেদং কৃতম্' যস্যায়মৌদার্য্যমহিমা যস্যাস্মিংচ্ছাস্ত্রে এবংবিধঃ সারো দৃশ্যতে, তস্যায়ং শ্লোকপ্রবন্ধ-স্তস্মাদাদরণীয়মেতদিতি লোকঃ প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। লোকশ্চাবশ্যং প্রবর্ত্তনীয়ঃ তচ্ছাস্ত্রোদিতপ্রয়োজনসম্পত্তয়ে। তদনুগ্রাহ্য-শ্রোতৃজনপ্রবর্ত্তনাঙ্গত্বাদ্ গ্রন্থকারাঃ স্বনামনিবন্ধনং কুর্ব্বন্তি। তদভিপ্রায়েণাহ 'আনন্দবর্ধন' ইতি।"—(পৃঃ ৫৫৩)।

সুতরাং অভিনবগুপ্তের দৃষ্টিতে আনন্দবর্ধন 'বাক্যপদীয়' প্রণেতা ভগবান্ ভর্ত্তৃহরির সমগোত্রীয় শাস্ত্রকার। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"ধ্বনিকৃতামালংকারিকসরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ।"—ধ্বনিকারই অলংকারশাস্ত্রের মার্গব্যবস্থাপক। পরবর্ত্তী সকল আলংকারিকই আনন্দবর্ধনের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু আনন্দবর্ধনের প্রচারিত মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সমসাময়িক এবং অব্যবহিত পরভাবী কোনও কোনও আলঙ্কারিক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—যদিও সে সকল মত পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে দুইজন আচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একজন হইতেছেন ভট্টনায়ক, এবং আর একজন মহিমভট্ট। দুইজনই কাশ্মীরীয় আচার্য্য। ভট্টনায়ক তাঁহার অধুনালুপ্ত 'হৃদয়দর্পণ' নামক গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে এবং অভিনবগুপ্ত, মহিমভট্ট, কুন্তক প্রভৃতি আচার্য্যের নিবন্ধে তাঁহার লুপ্ত গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ স্থলে

স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। (১) মহিমভট্টের সময়েও ভট্টনায়কের 'হৃদয়দর্পণ' দুষ্প্রাপ্য এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, ইহা তাঁহার স্বকীয় উক্তি হইতেই জানা যায়—

"সহসা যশোঽভিসর্ত্তুং সমুদ্যতাঽদৃষ্টদর্পণা মম ধীঃ।
স্বালংকার-বিকল্প-প্রকল্পনে বেত্তি কথমিবাবদ্যম্॥" (২)

ভট্টনায়ক আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্তের অন্তরালভাবী। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবকাল মোটামুটি খৃঃ ৯০০-১০০০ অব্দ ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'রাজতরঙ্গিণী'তে ভট্টনায়কের উল্লেখ আছে—শঙ্করবর্মার রাজত্বকালে (পৃঃ ৮৮৩-৯০২) তাঁহার আবির্ভাব—"দ্বিজস্তয়ো-র্নায়কাখ্যো গৌরীশস্বরসদ্মনোঃ।
চাতুর্বিদ্যঃ কৃত-স্তেন বাগ্দেবী কুলমন্দিরম্॥"
—(রাজঃ ৫-৫৯)

ভট্টনায়কের ন্যায় মহিমভট্টও(খৃঃ ১০ম শতক) তাঁহার 'ব্যক্তি-বিবেক' নামক প্রসিদ্ধগ্রন্থে প্রকারান্তরে আনন্দবর্ধনের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি, গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ধ্বনিকার' আনন্দবর্ধনের মহত্ত্ব ঘোষণা করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই—

---

(১) অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "Three Lost Masterpieces of Alankara-S'astra" শীর্ষক এক প্রবন্ধে উদ্ভট বিরচিত 'ভামহবিবরণ', ভট্টনায়ক প্রণীত 'হৃদয়দর্পণ' এবং ভট্টতৌতরচিত 'কাব্যকৌতুক'—অলংকারশাস্ত্রের এই তিনখানি লুপ্ত নিবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য :—Prācyavāni :—Journal of the Pracyavāni Mandira, Vol. 1. No. 2 Calcutta, 1944.

(২) ব্যক্তিবিবেক. পৃঃ. ৬ (কাশী সংস্করণ)। ইহার ব্যাখ্যায় রুয্যক বলিয়াছেন—'দর্পণো হৃদয়দর্পণাখ্যো ধ্বনিধ্বংসগ্রন্থোঽপি।'

'ইহ সম্প্রতিপত্তিতোঽন্যথা বা ধ্বনিকারস্য বচোবিবেচনং নঃ।
নিয়তং যশসে প্রপৎস্যতে যন্মহতাং সংস্তব এব গৌরবায় ॥"
—ঐ. পৃঃ ১৩

'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থে মহিমভট্টের পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্য অতি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু আনন্দবর্ধনের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁহার এই বাদযুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী সকল আলংকারিকই মহিমভট্টের মত খণ্ডনপূর্বক আনন্দবর্ধনের মতবাদের যুক্তিমূলকতা স্থাপন করিয়াছেন।

কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক আচার্য্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্রে আর এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। কুন্তকাচার্য্য সম্ভবতঃ মহিমভট্টের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্বভাবী ছিলেন। যদিও কুন্তক স্থানে স্থানে আনন্দবর্ধনের মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন বটে, তথাপি উহা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের উৎকর্ষ বিচারের এক নূতন মানদণ্ড নির্ণয় করাই কুন্তকের উদ্দেশ্য—ধ্বনিকারের সমালোচনা প্রাসঙ্গিক বলিলেও চলে। 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থটিও 'কারিকা' এবং 'বৃত্তি' এই দুই অংশ বিভক্ত। এই গ্রন্থের চারিটি উন্মেষ। ১ম এবং ২য় উন্মেষের কারিকা এবং বৃত্তি সমগ্রভাবেই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় এবং চতুর্থ উন্মেষদ্বয় খণ্ডিত। 'বক্রোক্তিজীবিত'-কারের মত যদিও পরবর্ত্তী যুগে বিশেষ প্রখ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাহার একটি অভি-নবত্ব আছে বলিয়া, পৃথক্‌ভাবে আলোচনায় করার যোগ্য।

২

প্রস্থানভেদ

আমরা যে কয়েকজন আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিলাম—তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রস্থানপ্রবর্ত্তক। ভরত, ভামহ, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন (—অভিনবগুপ্ত) এবং কুন্তক—ইঁহারা প্রত্যেকেই নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবিকর্মের উৎপত্তি, স্বরূপ, উৎকর্ষ, প্রয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিও ইঁহাদের মধ্যে সকলেই সমান স্তরের বিচারক নহেন, তথাপি তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট মতবাদ বা প্রস্থানের সূত্রপাত করিয়া যান। পরবর্ত্তী যুগের প্রায় সকল গ্রন্থকারই ন্যূনাধিক পরিমাণে ইঁহাদের মতবাদের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন—ইঁহাদের মতেরই সমীক্ষা করিয়াছেন। অলংকারশাস্ত্রের কোনও নূতন প্রমেয় বা তত্ত্বের (category) উদ্ভাবন করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই; শুধু কোনও কোনও স্থলে এই সকল প্রাচীন আচার্য্যের মতের পরিষ্কারসাধনই করিতে পারিয়াছেন মাত্র। অতএব আমরা এই সকল প্রস্থান-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের বিশিষ্ট মতবাদের আলোচনাতেই মুখ্যভাবে প্রবৃত্ত হইব—প্রাসঙ্গিকভাবে নবীন আলংকারিকগণের উক্তিসমূহ প্রয়োজনানুসারে উল্লেখ করিব মাত্র।

আচার্য্য ভরতের বিশিষ্ট মতবাদ অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রসপ্রস্থান' রূপে পরিচিত। সেইরূপ যথাক্রমে ভামহ-উদ্ভট 'অলংকার-প্রস্থানের', দণ্ডী 'গুণপ্রস্থানের', বামন 'রীতিপ্রস্থানের', আনন্দবর্ধন - অভিনবগুপ্ত 'ধ্বনিপ্রস্থানে'র, এবং কুন্তক 'বক্রোক্তিপ্রস্থানে'র প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে খ্যাত।

এই প্রস্থানভেদের কারণ কি? শব্দ এবং অর্থ—এই উভয়ই যে কাব্যের উপাদান, সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত! কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে আমরা যে সকল শব্দ এবং অর্থ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার সহিত কাব্যের বিষয়ীভূত শব্দ এবং অর্থের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। এই পার্থক্য কিসে? কাব্যে প্রযুজ্যমান শব্দ ও অর্থের কি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যে তাহা লৌকিক শব্দ ও অর্থ হইতে অধিকতর চমৎকারী হইবে? এই চমৎকারের মূল লইয়াই আচার্য্যগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ। কাশ্মীরীয় আচার্য্য রুয্যক প্রণীত (খৃঃ ১২শ শতক) অলঙ্কারনিবন্ধ 'অলংকারসর্বস্বে'র টীকাকার সমুদ্রবন্ধ (খৃঃ ১৩ শতক) অতি সংক্ষেপে এই মতভেদের মূলকারণটুকুর প্রতি নিপুণভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ইহ বিশিষ্টৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্। তয়োশ্চ বৈশিষ্ট্যং ধর্মমুখেন, ব্যাপারমুখেন ব্যঙ্গ্যমুখেন বা ইতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ। আদ্যেঽপি অলংকারতো গুণতো বা ইতি দ্বৈবিধ্যম্। দ্বিতীয়েঽপি ভণিতিবৈচিত্র্যেণ ভোগকৃত্ত্বেন বেতি দ্বৈধম্। ইতি পঞ্চসু পক্ষেষু আদ্য উদ্ভটাদিভিরঙ্গীকৃতঃ, দ্বিতীয়ো বামনেন, তৃতীয়ো বক্রোক্তিজীবিতকারেণ, চতুর্থো ভট্টনায়কেন, পঞ্চম

আনন্দবর্ধনেন। ব্যক্তিবিবেককারাভিমতস্ত্বনুমানপক্ষঃ সিদ্ধান্ত-প্রদর্শনসমনন্তরং বিচারাসহত্বেন সূচিতত্বাৎ মঙ্খুকস্য পূর্বপক্ষ-ত্বেনাপ্যনভিমত ইত্যাহুঃ॥"—পৃঃ ৩-৪ (ত্রিবান্দ্রাম্ সংস্কৃত সীরিজ সংস্করণ)।

অর্থাৎ, (ক) কেহ কেহ বলেন—শব্দ ও অর্থের এই লোক-বিলক্ষণ চারুত্ব শব্দ ও অর্থের কতকগুলি বিলক্ষণ ধর্মের (attributes) উপর নির্ভর করে—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বহিরঙ্গ, কতকগুলি অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ধর্মগুলি 'অলংকার'—শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার; আর, অন্তরঙ্গ ধর্মগুলি 'গুণ'—শব্দ-গুণ এবং অর্থগুণরূপে প্রসিদ্ধ। (খ) অপর এক সম্প্রদায় বলেন—কাব্যের বিষয়ীভূত শব্দ ও অর্থের এমন কতকগুলি অসাধারণ ব্যাপার (function) আছে, যাহা লৌকিক শব্দের ও অর্থের অগোচর। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; এক দল বলেন, ভণিতিবৈচিত্র্য বা লোকবিলক্ষণরূপে শব্দ ও অর্থের বিন্যাস বা প্রয়োগরূপ ব্যাপারই কাব্যের চারুতার কারণ। আর এক শ্রেণীর আচার্য্য বলেন যে, কাব্যের অন্তর্গত শব্দ ও অর্থের একটি অলৌকিক শক্তি বা ব্যাপার আছে—তাহা 'ভোগীকৃতি' বা 'আস্বাদজনকতা', যাহা ব্যাবহারিক শব্দার্থযুগলের ক্ষেত্রে দুর্লভ। ইহাই কাব্যের বৈলক্ষণ্য—কাব্যত্বের প্রযোজক। (গ) তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন—গুণ বা অলংকার বা ব্যাপার (তাহা 'ভণিতিবৈচিত্র্যই' হউক বা 'ভোগীকৃতি'ই হউক)—কোনটিই কাব্যের সারভূত তত্ত্ব নহে। কাব্যের বৈলক্ষণ্যের প্রযোজক হইতেছে 'ব্যঙ্গ্যার্থ' বা প্রতীয়মান

অর্থ (suggested sense), যাহা শব্দের বাচ্যার্থ (primary meaning) এবং লক্ষ্যার্থ (implied meaning) হইতে পৃথক্। যে রচনায় এই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি ঘটিয়া থাকে—তাহাই 'কাব্য'পদবাচ্য, অন্যথা নহে। কাব্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দার্থযুগলের পার্থক্য শুধু এই ব্যঙ্গ্যার্থের সম্ভাব ও অসম্ভাব লইয়া।

মানবের দেহের সহিত আত্মার সম্পর্ক লইয়া যেমন বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ প্রচলিত, সেইরূপ কাব্যদেহের (শব্দ ও অর্থের) সহিত কাব্যের সারভূত পদার্থ বা আত্মার সম্পর্ক লইয়াও কাব্যমীমাংসকগণের মধ্যে চিরন্তন মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। (১) কেহ শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের

(১) রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'র 'কাব্যপুরুষোৎপত্তি' খণ্ডে কাব্যদেহকে পুরুষদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যথা—"অহো শ্লাঘনীয়োঽসি। শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং মুখম্, প্রাকৃতং বাহুঃ, জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ, উরো মিশ্রম্। সমঃ প্রসন্নো মধুর উদার ওজস্বী চাসি। উক্তিচণং চ তে বচো, রস আত্মা, রোমাণি ছন্দাংসি, প্রশ্নোত্তরপ্রবহ্লিকাদিকং চ বাক্‌কেলিঃ, অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বামলংকুর্বন্তি।"—ঐ. পৃ. ৬। দ্রষ্টব্যঃ—

"শব্দার্থৌ মূর্ত্তিরাখ্যাতৌ জীবিতং ব্যঙ্গ্যবৈভবম্।
হারাদিবদলংকারাস্তত্র স্যুরপমাদয়ঃ॥
শ্লেষাদয়ো গুণাস্তত্র শৌর্য্যাদয় ইব স্থিতাঃ।
আত্মোৎকর্ষাবহাস্তত্র স্বভাবা ইব রীতয়ঃ॥
শোভামাহার্য্যকীং প্রাপ্তা বৃত্তয়ো বৃত্তয়ো যথা।

ধর্ম (attributes) ব্যতীত কাব্যের আর কোনও পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—ইঁহারা অনেকটা দেহাত্মবাদী লোকায়তিকগণের সমগোত্রীয়। আবার কেহ কেহ পৃথক্ 'আত্মা' স্বীকার করিলেও সেই আত্মার স্বরূপ বিষয়ে একমত নহেন। ভামহ উদ্ভট প্রভৃতি অলংকারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। দণ্ডী বামন প্রভৃতি গুণ এবং রীতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। ভরত 'রস' (emotion)কে কাব্যের (দৃশ্য এবং শ্রব্য) সারভূত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আবার, আনন্দবর্ধন অভিনব-গুপ্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্যঙ্গ্যার্থকেই কাব্যের 'জীবাতু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সকল মতের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। কাব্যমীমাংসকগণ কবিকর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শব্দ, অর্থ (বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য), গুণ, অলংকার, রীতি, বৃত্তি, রস, দোষ ইত্যাদি পৃথক্ করিয়াছেন বটে, এবং উহাদের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রযত্নই তত্ত্বদৃষ্টিতে অলীক। কেননা, কবি যখন কাব্য রচনা করেন তখন তাঁহার প্রাতিভজ্ঞানের মধ্যে গুণ-অলংকার-রীতি-রস-বৃত্তি-প্রভৃতি-সমন্বিত একটি অখণ্ড বস্তু

পদানুগুণ্যবিশ্রান্তিঃ শয্যা শয্যেব সম্মতা ॥
রসাস্বাদপ্রভেদাঃ স্যুঃ পাকাঃ পাকা ইব স্থিতাঃ।
প্রখ্যাতা লোকবদিয়ং কাব্যশ্রীঃ কাব্যসম্পদা ॥"

—প্র. রু. য. ভূ. পৃ. ৪২

ভাসমান হইয়া উঠে। তাহাই কাব্য, তাহাকেই তিনি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ('বৈখরী') শব্দের মধ্য দিয়া সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের অপোদ্ধারবুদ্ধির (abstraction) সাহায্যে সেই নির্বিভাগ কবিকর্মের মধ্যে অলীক, অতাত্ত্বিক ভেদ কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র—বস্তুতঃ, শব্দ হইতে অর্থ, এবং এই উভয় হইতে গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস প্রভৃতির পৃথক্‌করণ কবির কাব্যসৃষ্টির দিক্ হইতে এবং সহৃদয়ের আস্বাদনের দিক্ হইতে—উভয় দিক্ দিয়া বিচার করিলে, সম্পূর্ণ যুক্তিশূন্য—ইহা শুধু 'নির্মাণক্ষণ' ও 'আস্বাদক্ষণে'র মধ্যবর্ত্তী 'উভয়লোকপরিভ্রষ্ট' ত্রিশঙ্কু বিচারকের বুদ্ধিমাত্র পরিকল্পিত ভেদ। বাস্তবদৃষ্টিতে, কাব্যবস্তু যেমন কবির নিকট 'অখণ্ড-প্রাতিভ-জ্ঞান-নির্গ্রাহ্য', সেইরূপ সহৃদয়ের দিক্ দিয়াও উহা 'অখণ্ডবুদ্ধি-সমাস্বাদ্য'। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তক অতি সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

"অলংকৃতি-রলংকার্য্যমপোদ্ধৃত্য বিবিচ্যতে।
তদুপায়তয়া, তত্ত্বং সালঙ্কারস্য কাব্যতা॥" (১)

(১) বক্রোক্তিজীবিত ১.৬।—"দৃশ্যতে চ সমুদায়ান্তঃপাতিনামসত্যভূতানামপি ব্যুৎপত্তিনিমিত্তমপোদ্ধৃত্য বিবেচনম্। যথা পদান্তর্ভূতয়োঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োঃ, বাক্যান্তর্ভূতানাং পদানাং চেতি। যদ্যেবমসত্যভূতোঽপি অপোদ্ধার-স্তদুপায়তয়া ক্রিয়তে, তৎ কিং পুনঃ সত্যম্ ইত্যাহ—"**তত্ত্বং সালংকারস্য কাব্যতা**"। অয়মত্র পরমার্থঃ—সালঙ্কারস্য অলংকরণসহিতস্য নিরবয়বস্য সতঃ সমুদায়স্য কাব্যতা কবিকর্মত্বম্। তেনালংকৃতস্য কাব্যত্বমিতি স্থিতিঃ। ন পুনঃ কাব্যস্যালংকারযোগঃ॥"—ঐ. বৃত্তি।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তও স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ "কিঞ্চ পুরুষস্যেব কাব্যস্য লক্ষণ-গুণালংকারব্যবহারো ন যুক্তঃ। পুরুষস্য শরীর-চৈতন্যভেদাৎ, কটকাদীনাং ততোঽপি ভেদাৎ। কাব্যস্য পুন-র্বিরচনকালে প্রতিপত্তিকালে চ প্রাপকসত্তায়াং (?) তেষামগণি-তত্বাচ্চ।......সত্যমেতৎ, কিন্তু বিরচন-বিবেচন-সামর্থ্য-সমর্থনায় অবশ্যং কাল্পনিকোঽপি বিভাগ আশ্রয়ণীয়ঃ॥"

—অভিনবভারতী ২. ২৯৪-৯৫

৩

ভরতাচার্য্য ঃ রস-প্রস্থান

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' যদিও মুখ্যতঃ দৃশ্যকাব্যের আলোচনাতেই পূর্ণ, তথাপি দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য—উভয়সাধারণ অনেক তত্ত্ব তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্যেরও 'অভিনেয়' ও 'পাঠ্য'—এই উভয় অংশ আছে; এবং পাঠ্যাংশের সহিত শ্রব্যকাব্যের কোনও ভেদ নাই বলিলেও চলে। দৃশ্যকাব্য শুধুই মূক আঙ্গিক অভিনয়াত্মক নহে—'বাচিক' অভিনয়ের স্থানও তুল্যভাবেই প্রধান। ভরত স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রের ১৪শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্যো (১) নাট্যস্যৈষা তনূঃ স্মৃতা।
অঙ্গ-নৈপথ্য-সত্ত্বানি বাক্যার্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি॥
বাঙ্‌ময়ানীহ শাস্ত্রাণি বাঙ্‌নিষ্ঠানি তথৈব চ।
তস্মাদ্‌বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌ঘি সর্বস্য কারণম্‌॥"
—[নাট্যশাস্ত্র ১৪.২-৩]

(১) "বাচি যত্নস্তু কর্ত্তব্য—ইতি কবিনা নির্মাণকালে, নটেন প্রয়োগকালে।"—অভিনবভারতী. ২. ২২০।

অপি চ—"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানাথর্বণাদপি॥"—নাট্য. ১.১৭

সুতরাং শ্রব্যকাব্যের উপযোগী অনেক বিচার আনুষঙ্গিক-ভাবেই নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গুণের বিচার আছে, অলংকারের বিচার আছে, বৃত্তির বিচার আছে, রসের বিচার আছে, দোষের বিচার আছে। ভরত দশটি কাব্যগুণ স্বীকার করিয়াছেন—

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধি-র্মাধুর্য্যমোজঃ পদসৌকুমার্য্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তি-রুদারতা চ কান্তিশ্চ কাব্যস্য গুণা দশৈতে॥"

—নাট্যশাস্ত্র ১৪.২-৩ (১)

আচার্য্য দণ্ডীও ভরতকেই অনুসরণ করিয়া দশটি কাব্যগুণ স্বীকার করিয়াছেন। দোষবিচারেও দণ্ডী নাট্যশাস্ত্রেরই (১৬. ৮৮—৯৪) অনুবর্ত্তী। ভরত কিন্তু মাত্র চারিটি অলংকার স্বীকার করিয়াছেন—উপমা, দীপক, রূপক, এবং যমক।

"উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যস্যৈতে হ্যলংকারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

—১৬. ৪০

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যানুসারে উপমা, দীপক এবং রূপক—এই তিনটি অলংকারের দ্বারা ঔপম্যগর্ভ আর সকল অর্থালংকারেরই সংগ্রহ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

(১) 'কাব্যস্যেতি পদস্য বাক্যস্য তদুভয়গতস্য অর্থস্য বা ইত্যর্থঃ।'

—অভিনবভারতী, ২. ৩৩৪।

"উপলক্ষণং চৈতদ্ বৈচিত্র্যান্তরাণাম্।...উপমাপ্রপঞ্চশ্চ সর্বোঽলঙ্কার ইতি বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিপন্নমেব।" (১)

—অভিনবভারতী ২. ৩২১

আর, 'যমকে'র দ্বারা ভরত শব্দালংকারের যত কিছু ভেদ, সমস্তই সংগৃহীত করিয়াছেন—

"শব্দাভ্যাসস্তু যমকম্-ইতি। তুরর্থালংকারেভ্যো ব্যতিরেকমাহ। শব্দ-শব্দেন বর্ণঃ পদং তদেকদেশ ইতি সর্বং সংগৃহ্যতে। তেনানুপ্রাস-লাটীয়াদেরনেনৈবোপসংগ্রহঃ। যমৌ দ্বৌ সমজাতাবুচ্যেতে; তৎপ্রকৃতিত্বাদ্ যমকম্। তেন একস্য অক্ষরস্য পদস্য বা দ্বিতীয়ং সদৃশং নিরন্তরং সান্তরং বা শোভাজনকমলংকারঃ।"

—অভিনবভারতী. ২. ৩২৬।

উপমা, ঔপম্যগর্ভ অর্থালঙ্কার এবং শব্দালংকার—উপরিনির্দ্দিষ্ট এই ত্রিবিধ অলংকার ভিন্ন পরবর্ত্তী অলংকারশাস্ত্রসমূহে প্রসিদ্ধ আর যতকিছু অলংকার,—আক্ষেপ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি, সব কিছুই ভরতনিরূপিত 'লক্ষণ' নামক 'কাব্যবিভূষণের'ই প্রকারভেদ এবং মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন—ইহা কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার স্পষ্টতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং

(১) তুলনীয়ঃ "উপমৈকা শৈলূষী সম্প্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়তি কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥"
—অপ্যয়দীক্ষিত : 'চিত্রমীমাংসা'।

অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিনবভারতী গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"উপাধ্যায়মতং (১) তু—লক্ষণবলাদলংকারাণাং বৈচিত্র্যমাগচ্ছতি। তথা হি—গুণানুবাদনাম্না লক্ষণেন যোগাৎ প্রশংসোপমা, অতিশয়নাম্না অতিশয়োক্তিঃ, মনোরথাখ্যেন অপ্রস্তুতপ্রশংসা, মিথ্যাধ্যবসায়েন অপহ্নুতিঃ, সিদ্ধ্যা তুল্যযোগিতেতি। এবমন্যদুৎপ্রেক্ষ্যম্। লক্ষণানাং চ পরস্পর-বৈচিত্র্যাদপি অনন্তো বিচিত্রভাবঃ। যথা—প্রতিষেধ-মনোরথয়োঃ সংমেলনাদাক্ষেপ ইতি।"

কিন্তু ভরতমুনিসম্মত এই লক্ষণের স্বরূপ কি? ভরতের মতে গুণ এবং অলংকার হইতেও কাব্যের অন্তরঙ্গ তত্ত্ব হইতেছে 'লক্ষণ'। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন—

"কাব্যবন্ধাস্তু কর্ত্তব্যাঃ ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ।"

—নাট্যশাস্ত্র, ১৫.১২৮

ভরতের মতে 'লক্ষণ'ই কাব্যের অন্তরঙ্গ শোভাহেতু উপাদান; গুণ, অলংকার, বৃত্তি প্রভৃতি আর সকলই বহিরঙ্গ। ভরত ৩৬টি লক্ষণ পরিগণনা করিয়াছেন (১৬.১-৪):—

"ষট্‌ত্রিংশদেতানি তু লক্ষণানি প্রোক্তানি বৈ ভূষণসম্মিতানি।
কাব্যেষু ভাবার্থগতানি তজ্‌জ্ঞৈঃ সম্যক্ প্রযোজ্যানি
যথারসং তু॥"

যদিও ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আচার্য্য 'লক্ষণ' সমূহের পৃথক্‌ভাবে

(১) অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু—'কাব্যকৌতুক' রচয়িতা আচার্য্য ভট্টতৌত।

বিচার করেন নাই, এবং অলকারের মধ্যেই উহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তথাপি ভরতের সময়ে 'লক্ষণ' সমূহ কাব্যের অপরিহার্য্য উপাদানরূপে স্বীকৃত ও আদৃত হইত, ইহা নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। (১) এই 'লক্ষণ' কাহাকে বলে? গুণ এব অলংকারের সহিত ইহার প্রভেদই বা কি? ভরতাচার্য্য এ'সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই—শুধু বলিয়াছেন যে, লক্ষণসমূহ 'ভূষণ-সম্মিত'—অর্থাৎ কাব্যের ভূষণস্বরূপ। সুতরাং ইহার দ্বারা গুণ এবং অলংকারের সহিত তাহার খুব বেশী পার্থক্য সূচিত

(১) "নমু কাব্যবন্ধাঃ ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ কর্ত্তব্যাঃ" ইত্যুক্তম্। তত্র গুণালংকারাদিরিতি বৃত্তয়শ্চেতি কাব্যেষু প্রসিদ্ধো মার্গঃ, লক্ষণানি তু ন প্রসিদ্ধানি।" —অভিনবভারতী, ২. ২৯৪। দণ্ডী স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যচ্চ সন্ধ্যঙ্গবৃত্ত্যঙ্গলক্ষণাদ্যাগমান্তরে।
ব্যাবর্ণিতমিদং চেষ্টমলংকারতয়ৈব নঃ।।"

—কাব্যাদর্শ, ২. ৩৬৬

তরুণবাচস্পতি ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"লক্ষণং বিভূষণমক্ষরসংহতিশ্চ। আগমান্তরে ভরতে।" লক্ষণবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য Dr. V. Raghavan, MA., Ph.D. প্রণীত "**Studies on some Concepts of the Alamkara Sāstra**" গ্রন্থের "The History of Laksana" শীর্ষক ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের 'The Doctrine of Laksana and a Peep into its chequered History' শীর্ষক প্রবন্ধটিও (**Poona Orientalist**. Vol. XVI. pp. 11 ff.) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হয় না। কিন্তু অভিনবগুপ্তাচার্য্য তাঁহার অভিনবভারতী ব্যাখ্যায় এই লক্ষণের স্বরূপ বিষয়ে দশটি বিভিন্ন পক্ষ ('দশপক্ষী') বা মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে কোনও একটি মতকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে পারা যায় না। অভিনবগুপ্ত স্বয়ং লক্ষণবিষয়ে নিজের যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ঐ সকল বিভিন্ন মতবাদের গ্রহণীয় অংশ সমূহের সমবায়ে গঠিত।—

"এতেষু তু পক্ষেষু অন্যতমগ্রহে বিশেষণানি (?) ন সংগচ্ছন্তে স্পষ্টেন পথা। ইদং তু দশপক্ষ্যাং বস্তু।"

—অভিনব ঃ ২.২৯৭।

কাব্যের গুণ এবং অলংকারসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, শুদ্ধমাত্র 'কাব্যশরীর' যে ধর্মবশে আমাদের চিত্তে চমৎকারের উদ্রেক করে, সেই ধর্মই কাব্যের 'লক্ষণ'। (১) অভিনবগুপ্তাচার্য্য 'লক্ষণ' সমূহকে মহাপুরুষের মহত্ত্বজ্ঞাপক ধ্বজ-অঙ্কুশাদি সামুদ্রিক লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। একস্থলে তিনি 'কাব্যশরীরে'র সহিত রাজশরীরের তুলনা দিয়া বলিতেছেন—

"যথা হি রাজতা বিভজ্য বিচার্য্যমাণা ইত্থমবতিষ্ঠতে—মুকুটাদ্যলঙ্কারঃ, শৌর্য্যাদিগুণঃ, ব্যূঢ়োরস্কত্বাদিলক্ষণসমুদায়ো রাজাঽলঙ্কার্যশ্চ গুণবাংশ্চ লক্ষণীয়শ্চ, তথা কাব্যমপি। তেন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তাঃ সর্বে লক্ষণম্ ইতি মন্তব্যম্।"—ঐ.২.৩০৫।

(১) "এবং কবিব্যাপারবলাদ্ যদর্থজাতং লৌকিকাৎ স্বভাবাদ্ বিদ্যমানং তদেব লক্ষণমিত্যুক্তম্" ॥ —অভিনবভারতী, ২.৩২১.

আবার, আর এক স্থলে আর একটি উদাহরণের সাহায্যে গুণ, অলংকার, লক্ষণ প্রভৃতির ভেদ দেখাইতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

" 'কাব্যবন্ধাঃ' (নাট্যশাস্ত্র ১৫.২২৮) ইত্যনেন ইদমাহ—যথা প্রাসাদকুড্যাদিকে কর্ত্তব্যে প্রথমং ভূমিঃ, তদ্বৎ কাব্যে নির্মাতব্যে ভূমিকল্পঃ শব্দচ্ছন্দোবিধিঃ ক্ষেত্রপরিগ্রহং বৃত্ত-সমাশ্রয়মিত্যাদি বিরচয়ন্ ভিত্তিস্থানীয়ং লক্ষণযোজনম্, চিত্রকর্ম-প্রতিমমলংকারগুণ-নিবেশনম্, গবাক্ষবাতায়নাদিদেশীয়ো দশরূপক-বিভাগঃ, উপযোগনিরূপণাপ্রখ্যা কাক্বাদিপ্লুতিঃ। এবং বিবিধ-বাচিকাভিনয়স্বরূপং চতুর্দ্দশাদিভিঃ ষড্ভিরধ্যায়ৈঃ উচ্যতে।··· যদ্যপি রূপকবিরচনকালে পরিপক্বপ্রজ্ঞস্য ন ক্রমপ্রতিভাসঃ তথাপি অপোদ্ধারধিয়া কল্প্যতে ইত্যাহুঃ।"—ঐ. ২.২৯২।

'লক্ষণ' যুক্ত কাব্য যদি গুণালংকারাদিশূন্যও হয়, তথাপি তাহা সহৃদয়ের উপভোগ্য। সেইজন্যই গুণালংকারাদি হইতে উহা অন্তরঙ্গতর। সেইজন্যই ভরতাচার্য্য 'কাব্যবন্ধাস্তু কর্ত্তব্যাঃ ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ' এই কারিকায় কেবলমাত্র লক্ষণসমূহেরই প্রধানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—গুণ, অলংকার প্রভৃতির নির্দ্দেশ করেন নাই। অভিনবগুপ্তও এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"অতএব পূর্বং—'কাব্যবন্ধাস্তু কর্ত্তব্যাঃ
ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্বিতাঃ'—ইতি
লক্ষণান্যেব হি প্রধানং তৎপ্রসঙ্গেন গুণালংকারাঃ—ইতি তাৎপর্য্যম্।"—ঐ পৃ. ২.২৯৮।

কিন্তু গুণই হউক, অলংকারই হউক, বা রীতিই হউক, ইহাদের মধ্যে পরস্পর আপেক্ষিক তারতম্য থাকিলেও ভরতাচার্য্যের মতে এ সবই বাহ্য। রসই কাব্যের উৎসস্বরূপ। তাই ভরতাচার্য্য বারংবার বলিয়াছেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে।"—নাট্য. ১.২৭৩। রসব্যতিরেকে কোনও অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না।

এই 'রস' কি? ইহার উৎপত্তিই বা হয় কিরূপে? ভরতাচার্য্য বলিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—১.২৭৪। 'বিভাব' হইতেছে আমাদের চিত্তবৃত্তির 'কারণ'—ইহার আবার দুইটি প্রধান ভেদ। এক আলম্বন বিভাব, অর্থাৎ যাহাকে আলম্বন করিয়া বা আশ্রয় করিয়া আমাদের চিত্তে কোনও ভাবের উদ্রেক হয়। যেমন—দুষ্যন্তের রতির আলম্বনবিভাব, শকুন্তলা। আর এক, উদ্দীপনবিভাব—অর্থাৎ, যাহা সেই উদ্রিক্ত চিত্তবৃত্তির-পরিপোষণে সহায়তা করে। যেমন, বসন্তসমাগম, নৃত্যগীত, বাদিত্র, চন্দ্রোদয় ইত্যাদি। 'অনুভাব' হইতেছে সেই চিত্তবৃত্তি-জন্য বাহ্য শারীরবিক্রিয়াসমূহ। আর 'ব্যভিচারিভাব' হইতেছে—আমাদের চিত্তের অস্থায়ী ভাবসমূহ। এই ত্রিবিধ উপাদানের 'সংযোগে' সামাজিকচিত্তে রসের উদ্রেক হইয়া থাকে। এই স্থলে লক্ষণীয় যে ভরত মানবের চিত্তবৃত্তিসমূহকে দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—একটি হইতেছে স্থায়িভাব, অপরটির সংজ্ঞা ব্যভিচারিভাব। স্থায়িভাবসমূহই কেবল বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত 'সংযোগ' বশতঃ 'কাব্য-রস' বা

'নাট্য-রস'রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ভরতের মতে এই স্থায়িভাব মাত্র আটটি, এবং রসও তদনুযায়ী আট প্রকার। যথা—

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥
রতি-র্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

—৬.১৭-১৮

কেহ কেহ 'শান্ত'রসকে একটি পৃথক্ রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার মূলীভূত 'শম' বা 'নির্বেদ' নামক স্থায়িভাবও স্বীকার করিয়াছেন।—"অথ শান্তো নাম শম-স্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ"—১. ৩৩৩। (১) ভরতের মতে ব্যভিচারিভাবসমূহের সংখ্যা ৩৩ টি—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া ইত্যাদি (১.৩৮৩)। ইহা ভিন্ন ভরতাচার্য্য 'সাত্ত্বিক' সংজ্ঞক আর এক শ্রেণীর ভাব স্বীকার করিয়াছেন। যদিও উহাদের 'অনুভাব' সমূহের মধ্যেই অন্তর্ভাব সম্ভব, তথাপি 'সত্ত্বপ্রধান' মনঃ হইতেই উহাদের মুখ্যতঃ উৎপত্তি বলিয়া, উহাদের পৃথক্ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। উহাদের সংখ্যাও আটটি—

"ইহ হি সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদুচ্যতে। মনসঃ সমাধৌ সত্ত্বনিষ্পত্তির্ভবতীতি। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবো

(১) "......তেন প্রথমং রসাঃ, তে চ নব, শান্তাপলাপিনস্ত্বষ্টৌ ইতি তত্র পঠন্তি।" —অভিনবভারতী, ১. ২৬৯

রোমাঞ্চাশ্রু-বৈবর্ণ্যাদিলক্ষণঃ যথাভাবোপগতঃ। স ন শক্যোঽন্যমনসা কর্তুমিতি···কৃত্বা সাত্ত্বিকা ভাবা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ। তত্র ইমে—

'স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥"

—১.৩৮০-১ (১)

রতি প্রভৃতি আটটি ভাবকেই কেন স্থায়িভাব বলা হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে, জাতমাত্রই জন্তু এই কয়টি চিত্তবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—"স্থায়িত্বং চ এতাবতামেব। জাত এব হি জন্তুরিয়তীভিঃ সংবিদ্ভিঃ পরীতো ভবতি"—(১.২৮৪)। কিন্তু ব্যভিচারিভাব সমূহের সত্তা আমাদের চিত্তে নিরন্তর নহে। উহারা কখনও কখনও উপযুক্ত নিমিত্ত লাভ করিয়া জন্মলাভ করে, এবং মূলীভূত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবসমূহকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে, সেইজন্যই উহাদের ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব (transitory moods) এইরূপ অন্বর্থ সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র স্থায়িভাব সমূহই রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

---

(১) এইরূপে ৯টী স্থায়িভাব, ৩৩টি ব্যভিচারিভাব, এবং ৮টি সাত্ত্বিকভাব—সর্বসমেত ভাবসংখ্যা ৫০টি। শমস্থায়িভাব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ৪৯টি। —"একোনপঞ্চাশদিমে যথাবৎ
ভাবাস্ত্র্যবস্থা হ্যুদিতা ময়েহ॥"
—নাট্যশাস্ত্র, ৭. ১৬২

সঞ্চারিভাবসমূহ রসপদবী লাভ করিতে পারে না, ইহাই ভরত-মুনি এবং তদনুগামী আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। স্থায়িভাব এবং ব্যভিচারিভাবসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটি ভরত অতি সুন্দর ভাবে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। যদিও স্থায়িভাব এবং ব্যভিচারিভাব—ইহারা প্রত্যেকেই তুল্যরূপে ভাব বলিয়া স্বীকৃত, তথাপি স্থায়িভাবই তাহাদের মধ্যে প্রধান; যেমন নরসমাজে নৃপতিই প্রধান, শিষ্যসমাজে যেমন গুরুই প্রধান, সেইরূপ। ইহা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং ইহার অপলাপ করিতে পারা যায় না।

"যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ॥"

—নাট্যশাস্ত্র, ৭.১২

কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, স্থায়িভাবসমূহ যে সর্বদাই সর্বত্র প্রধান হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। কোনও এক নাটকে একটিমাত্র স্থায়িভাবই প্রধানরূপে পরিপোষিত হইয়া থাকে, আর সকল ভাবই, তাহারা স্থায়ী হইলেও, সেখানে অপ্রধান, সুতরাং ব্যভিচারিরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।—

"অতএব স্থায়িন এতে তু ব্যভিচারিণোঽপি ভবন্তি।"

—অভিনবভারতী. ১.২৭০

যদিও ভরতচার্য্য ৮টি স্থায়িভাবকেই এবং ৮টি রসকেই কাব্যে প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করিয়েছেন, তথাপি তিনি উহাদের মধ্যে পরস্পর উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ৮টি রসের মধ্যে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস এই চারিটি

মূলীভূত 'উৎপত্তিহেতু' রস, এবং অবশিষ্ট চারিটি অর্থাৎ হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, এবং ভয়ানক যথাক্রমে উহাদেরই বিকৃতি (modification)—

"তেষামুৎপত্তিহেতবশ্চত্বারো রসাঃ। তদ্ যথা—শৃঙ্গারো রৌদ্রো বীরো বীভৎস ইতি। অত্র—

"শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তি-র্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ॥
শৃঙ্গারানুকৃতি-র্যা তু স হাস্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
রৌদ্রস্যৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ॥
বীরস্যাপি চ যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বীভৎসদর্শনং যত্র জ্ঞেয়ঃ স তু ভয়ানকঃ॥"

—নাট্যশাস্ত্র ৬.৪৪-৪৬

এই চারিটি মূলীভূত রসের সহিত মানবের চারিটি পুরুষার্থের সম্বন্ধ আচার্য্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শৃঙ্গার (এবং হাস্য)—কামপ্রধান, রৌদ্র (এবং করুণ)—অর্থপ্রধান, বীর (এবং ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত)—ধর্মপ্রধান, এবং শান্ত—মোক্ষপ্রধান—

"তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াঽত্যন্তপরিচিতত্বে সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতা ইতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ, নিরপেক্ষভাবত্বাৎ। তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ, স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়ো-র্ধর্মমূলত্বাৎ বীরঃ, স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ তদনন্তরং

ভয়ানকঃ। তদ্বিভাব-সাধারণ্যসম্ভাবনাৎ ততো বীভৎসঃ—ইতীয়দ্বীরেণাক্ষিপ্তম্। বীরস্য পর্যন্তে অদ্ভুতঃ ফলম্ ইত্যনন্তরং তদুপাদানম্। তথা চ বক্ষ্যতে—'পর্য্যন্তে কর্ত্তব্যো নিত্যং রসোঽদ্ভুত' ইতি। তত-স্ত্রিবর্গাত্মকপ্রবৃত্তিধর্মবিপরীত-নিবৃত্তি-ধর্মাত্মকো মোক্ষফলঃ শান্ত-স্তত্র স্বাত্মাবেশেন রসচর্বণা ইত্যুক্তম্॥"—অভিনবভারতী, ১.২৬৯ (১)

এইরূপে, যেহেতু প্রত্যেক রসই পরম্পরাক্রমে "পুরুষার্থোপ-যোগী" এবং দশরূপক প্রভৃতি প্রত্যেক দৃশ্যকাব্যেই কোনও না কোনও রস প্রধানভাবে পরিপোষ লাভ করিয়া থাকে, সেইহেতু দশরূপক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যও ভারতীয় আচার্য্যগণের মতে পুরুষার্থলাভের সহায়স্বরূপ—শুধু উদ্দেশ্যহীন ব্যসন নহে। (২)

আচার্য্য ভরতের "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" এই রসসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত

(১) "যে চাত্র উৎপত্তিহেতব উক্তাস্তে যথাস্বং পুরুষার্থচতুষ্কব্যাপ্তাঃ ...রূপকেষু নিবন্ধনীয়াঃ।" —অভিনবভারতী ১ম. ভাগ পৃ. ২৯৯।

'একাবলী'-কার বিদ্যাধর অভিনবভারতীর উপরি উদ্ধৃত অংশ হুবহু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্যঃ একাবলী. পৃ. ৯৯ (Bombay Sanskrit Series Edn.)

(২) দ্রষ্টব্যঃ "ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ।
ক্বচিদ্ধাস্যঃ ক্বচিদ্যুদ্ধং ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিদ্বধঃ॥"
—ইত্যাদি। —নাট্যশাস্ত্র. ১. ১০৬

আছে। তন্মধ্যে ভট্টলোল্লটের 'উৎপত্তিবাদ', ভট্টশঙ্কুকের 'অনুমিতিবাদ', ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ', এবং ভট্টাভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' আলঙ্কারিকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ, এবং অভিনবগুপ্তাচার্য্যও এই কয়টি মতবাদেরই প্রধানভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন মতের বিস্তৃত আলোচনা এই নিবন্ধে সম্ভব নহে। শুধু এইটুকুই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আচার্য্য অভিনবগুপ্তের মতবাদই পরবর্ত্তী অধিকাংশ আচার্য্য "রসসিদ্ধান্ত" রূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের একজন সুপ্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার—মাণিক্যচন্দ্র সূরি, স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সর্বস্বং হি রসস্যাত্র গুপ্তপাদা বিজানতে।" এই মতানুসারে মুখ্যতঃ সামজিকই রসের আস্বাদয়িতা; এবং স্থায়িভাবসমূহ, যে-সকল সামাজিকচিত্তে অনভিব্যক্ত অবস্থায় (unmanifested state) ছিল, তাহারাই অভিনয়দর্শন- এবং কাব্যপাঠাবসরে সমুচিত বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের দ্বারা "অভিব্যক্তিলাভ" করিয়াই "রসরূপে" পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং সামাজিকগত স্থায়িভাবের সহিত কাব্যবর্ণিত বিভাবাদির সম্বন্ধ "অভিব্যঙ্গ্য-অভিব্যঞ্জক-ভাব" এবং অভিব্যক্ত স্থায়িভাবই রসস্বরূপ। এই রসই কাব্যের মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ। ইহা 'আনন্দঘন'। কবিচিত্তের এই রসানুভূতি হইতেই কাব্যের জন্মলাভ; আবার, সামাজিকচিত্তের রসানুভূতিতেই কাব্যের পর্য্যবসান। সুতরাং রসই কাব্যের বীজ এবং ফলস্বরূপ। ভরতাচার্য্য সেই জন্যই বলিয়াছেন—

"যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥"

—৬. ৪২ (১)

এইরূপে দেখা গেল যে, কাব্যে—তাহা দৃশ্যকাব্যই হউক বা শ্রব্যকাব্যই হউক, ভরতাচার্যের মতে রসই একমাত্র মূলীভূত তত্ত্ব, আর সকলই বাহ্য।

---

(১) "এবং মূলবীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ। ..... ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্। পুষ্পাদিস্থানীয়োঽভিনয়াদিনটব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্॥"

—অভিনবভারতী, ১. ২৯৫

৪

ভামহ-উদ্ভট-রুদ্রট ঃ অলংকার-প্রস্থান

আমরা দেখিয়াছি, আচার্য্য ভরত মাত্র ৪টি অলংকার গণনা করিয়াছেন। যদিও তিনি ৩৬টি পৃথক্ 'কাব্যলক্ষণ' স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ঐগুলি যদিও অলংকার এবং গুণ অপেক্ষা কাব্যের অধিকতর অন্তরঙ্গ সামগ্রী, তথাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'ভাব' এবং 'অলংকার' হইতে উহাদের খুব বেশী পার্থক্য প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। অভিনবগুপ্তও এ'কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাও লক্ষণীয় যে পরবর্ত্তী বহু অলংকার ভরতমুনিপরিগণিত ঐ সকল 'কাব্যলক্ষণে'র সহিত অভিন্ন এবং বহু স্থলে উভয়ের সংজ্ঞাও অভিন্ন। (১)

---

(১) "When we critically examine the 36 Laksanas, they fall into two classes. One class of them looks like Alankaras, being mere turns of expression. As a matter of fact, we have actually Laksanas with the names of some of the later Alankaras themselves. For example, संशय, (संदेह:), दृष्टान्त:, निदर्शनम्, निरुक्तम्, अतिशय:, विशेषणम्, अर्थापत्ति:, and लेश:. There is also हेतु:······This class of Laksanas is really a supplementary list to the three Alankaras of Bharata······The other set of Laksanas shows a different character. They are not 'उक्तिवैचित्र्यरूप'.

ভরতের মতে রসই কাব্যের মূলীভূত তত্ত্ব। কিন্তু কালক্রমে ভরতের এই মতবাদ যেন আলঙ্কারিক সমাজে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিল। ভরত এবং ভামহের মধ্যবর্ত্তী কোনও প্রাচীন আলংকারিকের গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে এই মধ্যবর্ত্তী কালে কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যে এক নূতন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভরতমুনি যেখানে একটিমাত্র শব্দালংকার এবং ৩টি মাত্র অর্থালংকার উল্লেখ করিয়াছেন, ভামহ সেইখানে ৩টি শব্দালংকার এবং ৩২টি অর্থালংকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২) এইরূপে ভরত ও ভামহের মধ্যবর্ত্তী কালে অলংকারের সংখ্যা ক্রমশঃ কেমন করিয়া বাড়িতে লাগিল, কেমন করিয়াই বা অন্তরতম 'রসতত্ত্ব' হইতে কাব্য-বিচারকগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ কাব্যের বাহ্যশোভাহেতু অলংকার-সমূহের দিকে সঞ্চারিত হইল,—এই ইতিহাসধারা অবিচ্ছিন্ন-

উপদিষ্টম্, সংশয়:, অনুনয়:, দাক্ষিণ্যম্, গর্হণম্, পৃচ্ছা, ক্ষোভ: etc. belong to this class······Most of these are Bhavas or actions resulting from certain Bhavas." —Dr. V. Raghavan : **Some Concepts of Alankara Sastra**. pp. 40 ff.

(২) "······Thus Bhamaha accepts three Sabdalankaras, thirty two Arthalankaras and four more Alankaras have been mentioned but discarded."—T. V. Naganatha Sastry B. A., B. L. : **Introduction** to **Kavyalankara** of Bhamaha. pp. XII-XIII.

ভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে বিশেষ সুখের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভরত হইতে ভামহ পর্য্যন্ত অলংকার-শাস্ত্রের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস একপ্রকার লুপ্ত বলিলেই হয়। ডাঃ রাঘবন্ যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন—

"The evolution of Alankaras from three in Bharata to what we have in Bhamaha is an interesting study but the gap is all darkness. We feel that in that stage of the history of Alankara, the concept of Laksana and the merging of most of it in Alankara is a big chapter." (১)

যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে অলংকারসমূহই ক্রমশঃ কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল, এবং অলংকারনিবেশই কবিগণের কাব্যক্রিয়ার চরম লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। ভামহবিরচিত 'কাব্যালংকার' এই অলংকার-প্রাধান্যের নিদর্শনস্থানীয় গ্রন্থ। ভামহ তাঁহার গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্"

—কাব্যালংকার ১.১৩

ভামহের মতে প্রত্যেক অলংকারই 'বক্রোক্তি' (crooked speech) হইতে উদ্ভূত। 'বক্রোক্তি' এবং 'অতিশয়োক্তি' (hyperbolic statement) ভামহের মতে তুল্যরূপ। সেই জন্যই যে সকল অলংকারে অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তির

(১) **Some Concepts of Alankāra Sāstra.** P. 43.

কোনও লেশমাত্র নাই, সেইগুলি ভামহের মতে প্রকৃতপক্ষে অলংকারই নহে—

"ইত্যেবমাদিরুদিতা গুণাতিশয়যোগতঃ।
সর্বৈবাতিশয়োক্তি-স্তু তর্কয়েত্তাং যথাগমম্॥
সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলংকারোঽনয়া বিনা॥"

—কাব্যালংকার ২. ৮৪-৮৫।

অতএব 'হেতু', 'সূক্ষ্ম' এবং 'লেশ' ভামহের মতে অলংকারই নহে—যেহেতু ইহারা 'বক্রোক্তিশূন্য'।

হেতুশ্চ সূক্ষ্মো লেশোঽথ নালংকারতয়া মতঃ।
সমুদায়াভিধেয়স্য বক্রোক্ত্যনভিধানতঃ॥"

—ঐ. ২.৮৬

'স্বভাবোক্তি' ও ভামহের মতে অলংকারগোষ্ঠীর বহির্ভূত—যেহেতু তাহাও বক্রোক্তিগন্ধশূন্য।

"স্বভাবোক্তিরলংকার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে।"

—ঐ. ২. ৯৩ (১)

ভামহ প্রভৃতি অলংকারপ্রস্থানের আচার্য্য যে রস, ভাব প্রভৃতি স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু ভামহ

(১) দণ্ডীর মতে 'স্বভাবোক্তি' অন্যতম প্রধান অলংকার। দ্রষ্টব্যঃ—

"জাতি-ক্রিয়া-গুণ-দ্রব্য-স্বভাবাখ্যানমীদৃশম্।
শাস্ত্রেষস্যৈব সাম্রাজ্যং কাব্যেষপ্যেতদীপ্সিতম্॥"

—কাব্যাদর্শ. ২. ১৩

প্রভৃতির মতে উহারাও অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতির ন্যায় কাব্যেরই অলংকার মাত্র। অলংকার্য্য নহে। অলংকার সর্বদাই গৌণ বা অপ্রধান, অলংকার্য্যই প্রধান। অলংকার্য্য যদি কোনও বস্তু না থাকে, তবে অলংকারেরও কোনও সার্থকতা নাই। এক্ষণে, 'অলংকার্য্য' কি সে বিষয়ে মতভেদ আছে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।—'রস-প্রস্থানে'র আচার্য্যগণের মতে রসই অলংকার্য্য, রসই কাব্যের 'আত্মা', কেন না রস হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, এবং রসেই কাব্যের পরিণতি। সুতরাং রস-পরতন্ত্র-রূপে গুণ, অলঙ্কার, লক্ষণ প্রভৃতির সন্নিবেশন করিতে হইবে, যাহাতে উহারা আত্মস্বরূপ রসকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে পারে, উহার উদ্রেকে সহায়তা সাধন করিতে পারে। ভরতমুনি যদিও স্পষ্টতঃ এরূপ ভাবে গুণ, অলংকার প্রভৃতির রসপর-তন্ত্রতা খ্যাপন করেন নাই, তথাপি উহাই যে তাঁহার সিদ্ধান্ত তাহা অভিনবগুপ্তাচার্য্য তাঁহার 'অভিনবভারতী' ব্যাখ্যায় বারংবার নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু অলংকার-প্রস্থানের আচার্য্যগণ, যাঁহারা অলংকারকেই কাব্যের প্রধানতম তত্ত্বরূপে পরিগণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে 'অলংকার্য্য' কি? ঐ সম্বন্ধে প্রতীহারেন্দুরাজ তাঁহার উদ্ভট-বিরচিত 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহে'র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে কাব্যই অলংকার্য্য। (১) সুতরাং ইঁহারা কাব্যের বীজস্থানীয় 'রস'

(১) "**অত্র অলংকার্য্যং যৎ কাব্যম্** তদ্ধর্মত্বেন পুনরুক্তবদাভাস-মানয়োঃ পদয়োরলংকারত্বমুক্তম্, ন স্বতন্ত্রতয়া। ফলং চৈবমভিধানস্য পুনরুক্তবদাভাসমানপদসমন্বয়স্য অলংকারতাখ্যাপনম্। অলংকারস্য খলু

পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিয়া, সেই রসবীজের প্রকাশস্বরূপ কাব্যমহীরুহকেই অলংকার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রসকেও উপমা প্রভৃতির ন্যায় উহারই সৌন্দর্য্যহেতুভূত অন্যতম ধর্ম্মরূপে পরিগণনা করিয়াছেন। সুতরাং রসবৎ, প্রেয়ঃ, ঊর্জ্জস্বি, সমাহিত প্রভৃতি রসভাবপ্রধান তত্ত্বগুলিও তাঁহাদের মতে অলঙ্কার-স্বরূপ। (১) প্রতীহারেন্দুরাজ অলংকার-প্রস্থানের আচার্য্যগণের মতের এই অসামঞ্জস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার ব্যাখ্যার কোনও কোনও স্থলে অতি সংক্ষেপে সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'ন খলু কাব্যস্য রসানাং চ অলংকার্য্যালংকারভাবঃ। কিন্তু আত্মশরীরভাবঃ। রসা হি কাব্যস্য আত্মত্বেন অবস্থিতাঃ, শব্দার্থৌ চ শরীররূপতয়া। যথা হি আত্মাধিষ্ঠিতং শরীরং

অলংকার্য্যপরতন্ত্রতয়া নিরূপণে ক্রিয়মাণে সুষ্ঠু স্বরূপং নিরূপিতং ভবতি, স্বাত্মন্যবস্থিতস্য তস্য অনলংকারত্বাৎ, সমুদ্গকস্থিতহার-কেয়ূর-পারিহার্য্যাদ্যলংকারবৎ। অতঃ পুনরুক্তবদাভাসত্বস্য অলংকারতাখ্যাপনায় কাব্যপরতন্ত্রতয়া নির্দ্দেশো যুক্ত এব॥" —প্রতীহারেন্দুরাজঃ লঘুবৃত্তি. পৃঃ ২ (Bombay Sanskrit Series Edn.

(১) "এবং চ ভাব-কাব্যস্য 'প্রেয়স্ব'দিতি লক্ষণয়া ব্যপদেশঃ। **অত্র চ ভাবানাম্ অলংকারতা. কাব্যমলংকার্য্যম্**।"—প্রতীহারেন্দুরাজ.ঐ.পৃ. ৫২। অপিচ—"এতেষাং চ স্বশব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমস্তব্যস্ততয়া আস্পদত্বেন কাব্যেন স্ফুটরূপতয়া শৃঙ্গারাদিরসাবির্ভাবো দর্শ্যতে, **তৎ কাব্যং রসবৎ**। **রসাঃ খলু তস্যালংকারঃ**।" ঐ. পৃ. ৫৩।—এইরূপে ঊর্জ্জস্বি এবং সমাহিত সম্বন্ধেও দ্রষ্টব্য।

জীবতীতি ব্যপদিশ্যতে, তথা রসাধিষ্ঠিতস্য কাব্যস্য জীবদ্রূপতয়া ব্যপদেশঃ ক্রিয়তে। তস্মাদ্ রসানাং কাব্যশরীরভূতশব্দার্থ-বিষয়তয়াঽঽত্মত্বেন অবস্থানং ন তু অলংকারতয়া।...এবং রসান্তরেষু ভাবেষু রসভাবাভাসেষু তৎপ্রশমেষু চ বাচ্যম্। তদাহুঃ—

"রসাদ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ।
কথ্যতে তদ্রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্॥"

—ঐ. পৃ. ৮৩

রসের সত্তা উপমাদির ন্যায় কাব্যের সৌন্দর্য্যহেতু, এইরূপ স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করিলে রসও উপমাদির মধ্যে কোনও পার্থক্য ধরা পড়িবে না—কিন্তু একটি (রস) উপেয়, অতএব প্রধান ; এবং অপরটি (উপমাদি) উপায়মাত্র, সুতরাং অপ্রধান—এই ভেদ অলংকার-প্রস্থানের আচার্য্যগণ ধরিতে পারেন নাই। আর এক স্থলে প্রতীহারেন্দুরাজ বলিয়াছেন—

"রসানাং ভাবানাং চ কাব্যশোভাতিশয়হেতুত্বাৎ কিং কাব্যালংকারত্বম্, উত কাব্যজীবিতত্বম্ ইতি ন তাবদ্ বিচার্য্যতে, গ্রন্থগৌরবভয়াৎ।"

—ঐ, পৃ. ৫৪। (১)

---

(১) প্রতীহারেন্দুরাজ আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের সমর্থক। তিনি অভিনব-গুপ্তাচার্যের গুরু ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটেই অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। 'ধ্বন্যালোকের' মঙ্গলাচরণশ্লোক 'স্বেচ্ছাকেসরিণঃ স্বচ্ছ—' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় অভিনব-গুপ্তাচার্য্য তাঁহার গুরুদেবের ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

অবশ্য, অলংকারপ্রস্থানের যাঁহারা সমর্থক তাঁহারাও সকল অলংকারেরই সমান চারুত্ব, এবং কাব্যদেহের সহিত সমান অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে আমরা 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-প্রণেতা ভোজরাজের মত উল্লেখ করিতে পারি। ভোজরাজ বিভিন্ন অলংকারের কাব্যদেহের সহিত সম্বন্ধের তারতম্য বিচার করিয়া উহাদিগকে তিনটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) বাহ্য, (২) আভ্যন্তর, এবং (৩) বাহ্যাভ্যন্তর—

"শব্দার্থোভয়-সংজ্ঞাভি-রলংকারান্ কবীশ্বরাঃ।
বাহ্যানাভ্যন্তরান্ বাহ্যাভ্যন্তরাংশ্চানুশাসতি ॥"

—সরস্বতী° ২.১

কিন্তু ভোজদেবের এই শ্রেণীবিভাগও পরবর্ত্তিকালীন, এবং বহুলপরিমাণে 'ধ্বনিবাদে'র দ্বারা প্রভাবিত—ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ধ্বনিবাদের আবির্ভাবের ফলে অলংকারসম্বন্ধে কাব্যবিচারকগণের ধারণা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা আমরা ধ্বনি-প্রস্থানের আলোচনাকালে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

"এবং বস্ত্বলংকাররসভেদেন ত্রিধা ধ্বনিরত্র শ্লোকেঽস্মদ্গুরুভি-র্ব্যাখ্যাতঃ।" —খুব সম্ভব এইখানে 'অস্মদ্গুরুভিঃ' এই পদের দ্বারা অভিনবগুপ্ত প্রতীহারেন্দুরাজকেই বুঝাইয়াছেন। অভিনবগুপ্ত প্রতীহারেন্দু-রাজকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝা যাইবে—

"ন হি সর্বো বাল্মীকি-র্ব্যাসঃ কালিদাসো ভট্টেন্দুরাজো বা।"

—অভিনবভারতী. ১. ২৯৩

৫

দণ্ডী ও বামন : গুণ-প্রস্থান ও রীতি-প্রস্থান

কালক্রমে অলংকারের এই প্রাধান্য কোনও কোনও আচার্য্যের দৃষ্টিতে অসমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইল। উহা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ধর্ম অন্বেষণে তাঁহারা ব্যাপৃত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহারা গুণ এবং রীতিকেই কাব্যের প্রাণভূত ধর্ম বলিয়া মনে করিলেন। এই মতের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে যথাক্রমে আচার্য্য দণ্ডী এবং আচার্য্য বামনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কেহ কেহ দণ্ডীকেও অলংকার-প্রস্থানের অন্যতম আচার্য্যরূপে গণনা করিয়া থাকেন। এমন কি ভোজদেব, রুয্যক প্রভৃতি বহু প্রাচীন আচার্য্যও, দণ্ডীর মতে গুণ যে অলংকারেরই প্রকারভেদ মাত্র ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

> "দণ্ডিনাঽপি — 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকারান্ প্রচক্ষতে'—ইতি ব্রুবতা গুণমধ্য এব তত্র প্রসাদাদীন-ভিদধতা চ গুণালংকারবিভাগোঽপি অসম্ভবীতি সূচিতং ভবতি"—অবিনবভারতী. ১.২৯৫।

কিন্তু বাস্তবিকই দণ্ডী গুণ এবং অলংকার এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে কোনও ভেদই স্বীকার করিতেন না. এইরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেননা, শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা প্রভৃতি যে

দশটি গুণ দণ্ডী উল্লেখ করিয়াছেন, ঐগুলি তাঁহার মতে বৈদর্ভমার্গের 'প্রাণস্বরূপ'—"এতে বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশ গুণাঃ স্মৃতাঃ।" কিন্তু অলংকারসমূহ 'কাব্যশোভাকর'। অতএব উভয়ের মধ্যে যে প্রকারগত ভেদ আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। দণ্ডী এই দশটি গুণের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই বিভিন্ন কাব্যরচনাশৈলীকে দুইটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—একটি বৈদর্ভী রীতি, আর একটি গৌড়ী রীতি। ভামহ, যিনি অলংকারপ্রস্থানের পরমাচার্য্য, তিনি গুণ এবং রীতির এই প্রাধান্য একেবারেই স্বীকার করেন নাই। ভামহের মতে কাব্যে তিনটি মাত্র গুণ—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ। ইহাদের মধ্যে 'মাধুর্য্য' এবং 'ওজঃ' শব্দগুণ বা শব্দধর্ম, এবং 'প্রসাদ' অর্থগুণ—

"মাধুর্য্যমভিবাঞ্ছন্তঃ প্রসাদং চ সুমেধসঃ।
সমাসবন্তি ভূয়াংসি ন পদানি প্রযুঞ্জতে॥
কেচিদোজোঽভিধিসন্তঃ সমস্যন্তি বহূন্যপি।
যথা মন্দারকুসুমরেণুপিঞ্জরিতালকা॥
শ্রব্যং নাতিসমস্তার্থং কাব্যং মধুরমিষ্যতে।
আবিদ্বদঙ্গনাবালপ্রসিদ্ধার্থং প্রসাদবৎ॥"

—কাব্যালংকার. ২.১-৩

ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা অন্যতম 'চিরন্তন' আলঙ্কারিক আচার্য্য উদ্ভট তাঁহার অধুনালুপ্ত 'ভামহবিবরণ' গ্রন্থে স্পষ্টতঃ কাব্যে গুণ এবং অলংকারের মধ্যে ভেদ অস্বীকার

করিয়া বলিয়াছেন যে, আলঙ্কারিকগণ 'গড্ডলিকাপ্রবাহ'-ন্যায়ে অন্ধভাবে পূর্বাচার্য্য প্রদর্শিত ঐরূপ ভেদ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু উহার মূলে কোনও যুক্তি নাই। 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মটাচার্য্য উদ্ভটের এই মত উদ্ধার করিয়াছেন—

"সমবায়বৃত্ত্যা শৌর্য্যাদয়ঃ সংযোগবৃত্ত্যা তু হারাদয়ঃ ইত্যস্তু গুণালংকারাণাং ভেদঃ। ওজঃপ্রভৃতীনাম্ অনুপ্রাসোপমাদীনাং চ উভয়েষামপি সমবায়বৃত্ত্যা স্থিতি-রিতি গড্ডরিকাপ্রবাহেণৈবৈষাং ভেদঃ।"

রুয্যকও তাঁহার 'অলংকার-সর্বস্বে' স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্। বিষয়মাত্রেণ ভেদপ্রতিপাদনাৎ। সংঘটনাধর্মত্বেন চেষ্টেঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভটের মতে অলংকার যেমন শব্দ ও অর্থেরই ধর্ম, সেইরূপ তথাকথিত গুণগুলিও শব্দও অর্থেরই ধর্ম; কিন্তু তফাৎ এইটুকু যে, গুণগুলি শব্দ ও অর্থের 'সংঘটনা'র (arrangement) উপর নির্ভর করে, কোনও একটি শব্দের বা একক পদের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই ভেদ নিতান্তই অবান্তর। ভামহ যে শুধু 'গুণ' গুলিকে গৌণ স্থান দিয়াছেন, তাহাই নহে; তিনি 'বৈদর্ভী' ও 'গৌড়ী' এই রীতিবিভাগও স্বীকার করেন নাই। তিনি এই রীতি-দ্বৈধবাদিদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"বৈদর্ভমন্যদস্তীতি মন্যন্তে সুধিয়োঽপরে।
তদেব চ কিল জ্যায়ঃ সদর্থমপি নাপরম্॥
গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্।
গতানুগতিকন্যায়াৎ নানাখ্যেয়মমেধসাম্॥
নন্বু চাশ্মকবংশাদি বৈদর্ভমিতি কথ্যতে ;
কামং তথাঽস্তু প্রায়েণ সংজ্ঞেচ্ছাতো বিধীয়তে॥
অলংকারবদগ্রাম্যমর্থ্যং ন্যায্যমনাকুলম্।
গৌড়ীয়মপি সাধীয়ো বৈদর্ভমিতি নান্যথা॥"

—কাব্যালংকার ১. ৩১-৩৩, ৩৫।

সুতরাং ভামহাচার্য্যের মতে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির এইরূপ নামকরণ ইচ্ছাপ্রসূত মাত্র। কিন্তু দণ্ডিমতানুসারী আচার্য্য বামন রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন; এবং (বামনের মতে) বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী—এই ত্রিবিধ রীতির মধ্যে বৈদর্ভীকেই তিনি 'সমগ্রগুণা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। সা ত্রেধা বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী চেতি। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাৎ তৎসমাখ্যা। সমগ্রগুণা বৈদর্ভী॥" —কাব্যালংকার, ১.২.৬-১১

বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিসমুহ যে প্রথমতঃ বিদর্ভ প্রভৃতি দেশের কবিগণের রচনারই বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল, তাহা বামনাচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাৎ তৎসমাখ্যা।"—"বিদর্ভ-গৌড়-পাঞ্চালেষু তত্রত্যৈঃ কবিভি-র্যথাস্বরূপমুপলব্ধত্বাৎ তৎ-

সমাখ্যা। ন পুন-দে'শৈঃ কিঞ্চিৎ উপক্রিয়তে কাব্যানাম্।”—(ঐ. ১. ২. ১০ সূত্র ও বৃত্তি)। কিন্তু কালক্রমে বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিসমূহ সেই সেই দেশের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া রচনার কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ-সমবায়ের প্রতীকরূপে পরিগণিত হইয়া ভারতীয় কবিগণের সমাদর লাভ করিল। কুন্তকাচার্য্য কিন্তু রীতির এই দ্বিধা বা ত্রেধা বিভাগ অত্যন্ত নিঃসার বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা, দেশবিশেষের দ্বারাই যদি রীতির নামকরণ হয়, তবে দেশের সংখ্যা যেমন অনন্ত, সেইরূপ রীতির সংখ্যাও অনন্ত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, বিদর্ভ কিংবা গৌড় দেশের সকল কবিই সমানভাবে বৈদর্ভী কিংবা গৌড়ী রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহা বলা চলে না। তৃতীয়তঃ, রীতিপ্রস্থানের আচার্য্যগণ একাধিক (দুই কি তিন) রীতি স্বীকার করিলেও, 'বৈদর্ভী'কেই উত্তম-কবিগণের একমাত্র গ্রহণীয় রীতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অপর দুইটি যে পরিহরণীয়, এবং মধ্যম ও অধম কবিগণের আশ্রয়ণীয়, ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রথমে সামান্যভাবে রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র বৈদর্ভীকেই গ্রহণীয়-রূপে নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও স্বতোবিরুদ্ধ। সুতরাং কুন্তক প্রাচীন আচার্য্যগণের রীতিবিভাগপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কবি-প্রতিভার স্বরূপভেদে রচনারীতির ভেদস্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন—

“অত্র চ বহুবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ সম্ভবন্তি। যস্মাচ্চিরন্তনৈঃ বিদর্ভাদিদেশবিশেষসমাশ্রয়ণেন বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ো রীতয়স্তিস্রঃ

সমাম্নাতাঃ। তাসাং চ উত্তম-মধ্যমাধমত্ব-বৈচিত্র্যেণ ত্রৈবিধ্যম্। অন্যৈশ্চ বৈদর্ভ-গৌড়ীয়লক্ষণং মার্গদ্বিতয়ম্ আখ্যাতম্। এতচ্চ উভয়মপি অযুক্তিযুক্তম্। যস্মাদ্দেশভেদনিবন্ধনত্বে রীতিভেদানাং দেশানামানন্ত্যাদসংখ্যত্বং প্রসজ্যতে। ন চ বিশিষ্টরীতিযুক্তত্বেন কাব্যকরণং মাতুলেয়ভগিনীবিবাহবদ্ দেশধর্মতয়া ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্।.........ন চ রীতীনাম্ উত্তমাধমমধ্যমত্বভেদেন ত্রৈবিধ্যমপি ব্যবস্থাপয়িতুং ন্যায্যম্।...তদলমনেন নিঃসারবস্তুপরিমলনব্যসনেন।

"কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ
সমঞ্জসতাং গাহতে॥"
—(বক্রোক্তিজীবিত পৃ. ৪৫-৪৬)।

'বক্রোক্তিজীবিত'কারের মতে স্থূলতঃ 'কবিস্বভাব' ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়—(১) সুকুমার, (২) বিচিত্র, এবং (৩) মধ্যম বা মিশ্র। সুকুমার স্বভাবের কবি সহজশক্তি-সম্পন্ন; এই সহজাত কবিত্বশক্তির সহিত ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতার সংমিশ্রণে যে সৌকুমার্য্যরমণীয় ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট রচনা-শৈলীর উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহাই "সুকুমার-মার্গ" রূপে খ্যাত। "বিচিত্র-মার্গে" সহজাত সৌকুমার্য্য হইতে রচনার বৈদগ্ধ্যই প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে। আর, এই উভয় মার্গের বৈশিষ্ট্য— সৌকুমার্য্য ও বৈচিত্র্যের যদি সংমিশ্রণ ঘটে, তবে তাহাই 'মধ্যম' বা 'মিশ্র-মার্গ' রূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

"সুকুমার-স্বভাবস্য কবেঃ তথাবিধৈব সহজা শক্তিঃ সমুদ্ভবতি। ...তয়া চ তথাবিধসৌকুমার্য্যরমণীয়াং ব্যুৎপত্তি-মাবধ্নাতি। তাভ্যাং চ সুকুমারবর্ত্মনাঽভ্যাস-তৎপরঃ ক্রিয়তে। তথৈব চৈতস্মাদ্ বিচিত্রস্বভাবো যস্য কবেঃ তদ্বিদাহ্লাদকারিকাব্যলক্ষণকরণপ্রস্তাবাৎ সৌকুমার্য্যব্যতিরেকিণা বৈচিত্র্যেণ রমণীয় এব, তস্য চ কাচিদ্বিচিত্রৈব তদনুরূপা শক্তিঃ সমুল্লসতি। তয়া চ তথাবিধবৈদগ্ধ্যবন্ধুরাং ব্যুৎপত্তিমাবধ্নাতি। তাভ্যাং চ বৈচিত্র্যবাসনাধিবাসিতমানসো বিচিত্রবর্ত্মনাঽভ্যাসভাগ্ ভবতি। এতদুভয়কবিনিবন্ধনসংবলিতস্বভাবস্য কবে-স্তদুচিতৈব শবলশোভাতিশয়শালিনী শক্তিঃ সমুদেতি। তয়া চ তদুভয়পরিস্পন্দসুন্দরব্যুৎপত্ত্যুপার্জন-মাচরতি। ততস্তচ্ছায়াদ্বিতয়পরিপোষপেশলাভ্যাসপরবশঃ সম্পদ্য-তে। তদেবমেতে কবয়ঃ সকলকাব্যকরণকলাপকাষ্ঠাধি-রূঢ়িরমণীয়ং কিমপি কাব্যম্ আরভন্তে, সুকুমারং বিচিত্রমুভয়াত্মকং চ। ত এব তৎপ্রবর্ত্তননিমিত্তভূতা মার্গা ইত্যুচ্যন্তে।"—ঐ. পৃ. ৪৭।

সুতরাং কুন্তকের মতে রীতি কেবল শব্দ ও অর্থের কতক-গুলি বহিরঙ্গ ধর্মের সমাবেশে গড়িয়া উঠে না, উহা কবির স্বভাবের প্রেরণাতেই ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সহকারিতায় জন্মলাভ করে। সুতরাং এই রীতিটি উত্তম, ঐটি অধম, এইরূপ উৎকর্ষাপকর্ষবিচার রীতির বিষয়ে কোনওরূপেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। উত্তম কবিগণের প্রত্যেকের রীতিই

সমানভাবে রমণীয়, কোনটিই কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে—
"তস্মাদেষাং প্রত্যেকমস্খলিত-স্বপরিস্পন্দমহিম্না তদ্বিদাহ্লাদ-
কারিত্বপরিসমাপ্তে-র্ন কস্যচিৎ ন্যূনতা।"—(ঐ, পৃ. ৪৭)। (১)

ধ্বনিপ্রস্থানের আচার্য্যগণ দণ্ডী, বামন প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ-কর্তৃক পরিকল্পিত গুণ ও রীতি—এই দুইটি কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় কিভাবে নূতন আলোকপাত করিলেন, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

(১) এই প্রসঙ্গে Dr. Raghavan 'এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"The history of the concept of Riti has three stages: first, when it was a living geographical mode of literary criticism; second, when it lost the geographical association and came to be stereotyped and standardised with reference to subject; and third, its re-interpretation by Kuntaka, the only Sanskrit Alamkarika, who with his fine literary instinct and originality as evidenced on many other lines also, related the Riti to the character of the poet and displaced the old Ritis by new ones."
—**Some Concepts of Alamkara Sastra,** p. 131.

৬

আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত : ধ্বনি-প্রস্থান

আনন্দবর্ধনাচার্য্য তাঁহার পূর্বাচার্য্যগণের এই সকল মতবাদ সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখিলেন ভরতমুনির 'রস-প্রস্থান' ভিন্ন আর কোন প্রস্থানেই কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের যথার্থ অপরিবর্ত্তনীয় মানদণ্ড নিরূপিত হয় নাই। গুণ, অলঙ্কার, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যের সকল তত্ত্বই যে কিছু না কিছু পরিমাণে কাব্যশোভাহেতু, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বকে কিছুতেই কাব্যের প্রাণবস্তুরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। কাব্যের প্রাণবস্তু 'রস'ই—ভরতমুনি তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্রে' যাহাকে কাব্যপ্রবৃত্তির একমাত্র নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে।" সুতরাং এক দিক্ দিয়া আনন্দবর্ধন যে রসপ্রস্থানেরই অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আচার্য্য, সে বিষয় কিছুমাত্র সংশয় নাই। 'ধ্বন্যালোকে'র ১ম উদ্দ্যোতের একটি কারিকায় আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥"

—ধ্বনিকারিকা ১. ৫

আবার চতুর্থ উদ্দ্যোতের বৃত্তিতে বলিয়াছেন—"রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদিকবিনাঽসূত্রিতঃ 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ'

ইত্যেবংবাদিনা। নির্ব্যূঢ়শ্চ স এব সীতাঽত্যন্তবিয়োগপর্য্যন্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা। মহাভারতেঽপি……বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসান-বৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজনন-তাৎপর্য্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন সূচিতঃ।"—ঐ. কারিকা ৪.৫ বৃত্তি।

অতএব ভারতের শ্রেষ্ঠ দুইখানি মহাকাব্য—রামায়ণ এবং মহাভারতে যথাক্রমে করুণরস এবং শান্তরসই যে মহাকবিদ্বয়ের মুখ্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ, সে বিষয়ে বিবাদের অবসর থাকিতে পারে না। ভরতাচার্য্যও তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে রসেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারেঃ তবে অলংকার-শাস্ত্রের ইতিহাসে আনন্দবর্ধনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিসের জন্য? অন্যান্য প্রস্থান হইতে তাঁহার মতের পার্থক্যই বা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে আমরা শব্দ ও অর্থের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেন না, তাহারই উপর উহাদের সমাধান নির্ভর করিতেছে।

শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে—ইহার কারণ কি? শব্দের সহিত অর্থের একটি নিয়ত সম্বন্ধই (relation) ইহার মূলে। এই সম্বন্ধটির নাম হইতেছে 'সংকেত'—"এই শব্দটি হইতে এই অর্থটি বুঝিতে হইবে", ইহাই হইতেছে এই সংকেতরূপ সম্বন্ধের স্বরূপ। নৈয়ায়িকদের মতে এই 'সংকেত'ই 'অভিধা' (denotation)। কিন্তু মীমাংসকদের মতে 'অভিধা'

শব্দের একটি শক্তি (function) এবং শব্দ সংকেত-সম্বন্ধবশে 'অভিধাশক্তি'র সাহায্যে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মাইয়া থাকে। যেমন গো-শব্দটি অভিধাশক্তির সাহায্যে গো-রূপ প্রাণিবিশেষরূপ অর্থটিকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং 'গো' শব্দটি অভিধায়ক বা বাচক শব্দ, এবং গো-রূপ অর্থটি 'অভিধেয়' বা 'বাচ্য' বা 'সংকেতিত' অর্থ। ইহাকে মুখ্যার্থও বলা হইয়া থাকে, কেননা বাচ্যার্থই শব্দের দ্বারা প্রথমে ('মুখ') বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও শব্দের আর এক প্রকার অর্থ আছে তাহা 'গৌণ' (secondary)। বাক্যের অন্তর্গত কোনও একটি শব্দের মুখ্যার্থ যদি প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয়, তাহা হইলে ঐ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করতঃ উহার সহিত সামীপ্য-সাদৃশ্যাদি অন্যতম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অর্থান্তর বোধিত হইয়া থাকে—সেই অর্থকে 'লক্ষ্যার্থ' বলা হইয়া থাকে, এবং ঐস্থলে ঐ শব্দটিকে 'লক্ষক' শব্দ বলা হয়; এবং যে ব্যাপারবশে শব্দটি উক্ত লক্ষ্যার্থকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা 'লক্ষণা' ব্যাপাররূপে পরিচিত। লক্ষ্য অর্থটি শব্দের 'জঘন্য' বা পরভাবী অর্থ, কেননা প্রথমে বাচ্যার্থবোধের পর উহার বোধ ঘটিয়া থাকে। কোনও কোনও মীমাংসক (অভিহিতান্বয়বাদি-সম্প্রদায়) পদার্থের পরস্পর অন্বয়রূপ বাক্যার্থবোধের জন্য 'তাৎপর্য' রূপ তৃতীয় ব্যাপার (function) স্বীকার করিয়া থাকেন। আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্ত্তী কোনও আলঙ্কারিক শব্দের এই ত্রিবিধ শক্তি (অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য্য) এবং ত্রিবিধ অর্থ (অভিধেয়, লক্ষ্য ও তাৎপর্য্যার্থ) ভিন্ন অতিরিক্ত কোনওরূপ শক্তি বা অর্থ

স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আনন্দবর্ধন শব্দের আর এক প্রকার শক্তি এবং ঐ শক্তির দ্বারা বোধিত আর এক প্রকার অর্থের সদ্ভাব নানা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। শব্দের এই তুরীয় শক্তির নাম আনন্দবর্ধনের মতে 'ব্যঞ্জনা', 'ধ্বনি', বা 'প্রত্যায়ন' (Suggestion), এবং এই শক্তির দ্বারা বোধিত অর্থের নাম 'ব্যঙ্গ্যার্থ' বা 'প্রতীয়মানার্থ'। ব্যঞ্জনাশক্তি বা ব্যঙ্গ্য অর্থকে যে কোনও প্রকারেই শব্দের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শক্তি বা ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না, ইহা আনন্দবর্ধন নানাবিধ সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শন করেন; সেই সকল যুক্তির অবতারণা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। শুধু যে তিনি ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থের সদ্ভাব স্থাপন করিয়াই বিরত হইলেন, তাহাই নয়—পরন্তু সেই প্রতীয়মানার্থই যে কাব্যের সারভূত অর্থ এবং প্রতীয়মানার্থবোধক 'ব্যঞ্জক' শব্দই যে উত্তমকবিগণের পক্ষে কাব্যে একমাত্র গ্রহণীয় শব্দ, ইহা তিনি অকুণ্ঠিতভাবে ঘোষণা করিলেন। বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থপ্রধান কাব্য কখনই সহৃদয়ের চমৎকারী হইতে পারে না, এবং উত্তম কবিগণেরও সংরম্ভগোচর হইতে পারে না। কেননা, কাব্যের যাহা সারভূত অর্থ, উত্তম কবিগণ কখনও স্পষ্টভাবে, নগ্নভাবে তাহা বিবৃত করিয়া বলেন না—উহা সর্বদাই 'অশব্দবাচ্য' থাকিয়া যায়। আর, অভিধা এবং লক্ষণাশক্তির স্বভাবই যে শব্দের অর্থটিকে সাক্ষাৎভাবে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলা, ইহা ত' অনুভবসিদ্ধ? কেননা, লক্ষণাও ঐ অভিধাশক্তিরই ঈষৎ সম্প্রসারণমাত্র (extension), সুতরাং উহারই

'পুচ্ছভূত'। (১) সেই জন্যই গৃহীতসংকেত শব্দই শুধু লক্ষ্যার্থ-বোধনে সমর্থ। কিন্তু ব্যঞ্জনাব্যাপার সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধনিরপেক্ষ, সংকেত বা সামীপ্য প্রভৃতি 'লক্ষণা'-প্রযোজক কোনও নিয়ত-সম্বন্ধই 'ব্যঞ্জনা'র স্থলে অপেক্ষিত নহে। অবাচক বর্ণ, অশব্দাত্মক নেত্রত্রিভাগাবনমন প্রভৃতি অভিনয় ব্যাপারও ব্যঞ্জনা-শক্তির সাহায্যে আমাদের চিত্তে বাচ্য-লক্ষ্য-তাৎপর্য্য-ব্যতিরিক্ত অর্থান্তরের বোধ জন্মাইয়া দেয়—ইহা সহৃদয়ের অনুভবসিদ্ধ, এবং কাব্যের উহা সর্বাপেক্ষা চমৎকারহেতু অর্থ। কোনও অর্থ শব্দের অভিধা বা লক্ষণাশক্তির দ্বারা বোধিত হইলে আমাদের চিত্তে যে চমৎকারের অনুভূতি হইতে পারে না, সেই একই অর্থ ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বোধিত হইলে আমাদের হৃদয়ে যে অননুভূতপূর্ব চমৎকারিতার উদ্রেক ঘটিয়া থাকে, ইহা ত' অপহ্নব করা যাইতে পারে না। সেইজন্য আচার্য্য আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোকে'র চতুর্থ উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—

"সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু যদভি-মততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে, ন সাক্ষাৎ শব্দবাচ্যত্বেন।"

—ঐ.পৃ. ৫৩৩

(১) তুলনীয়ঃ "তেনাভিধৈব মুখ্যেঽর্থে বাধকেন প্রবিবিৎসু-নিরুধ্য-মানা সতী অচরিতার্থত্বাৎ অন্যত্র প্রসরতি। অতএব অমুখ্যোঽস্যায়-মর্থ ইতি ব্যবহারঃ। তথৈব চ অমুখ্যতয়া সংকেতগ্রহণমপি তত্রাস্তি ইতি অভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা।" —অভিনবগুপ্ত ঃ লোচনটীকা, পৃ, ১৫১ (কাশী সংস্করণ)।

অতএব, ঐ ব্যাঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থই কাব্যের আত্ম-স্বরূপ—নারীদেহের লাবণ্য-সজাতীয়। অলংকার প্রভৃতি কাব্যের বাহ্য শোভা। আত্মা থাকিলেই যেমন শরীরে অলংকার-যোজনা সার্থক, সেইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা অধিষ্ঠিত শব্দার্থরূপী কাব্যদেহেই অলংকারযোজনা সৌন্দর্য্যের হেতু হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। অতএব, আচার্য্য আনন্দবর্ধনের মতে কবিকর্ম-সমূহকে প্রথমতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) সব্যঙ্গ্য বা ব্যঙ্গ্যার্থবিশিষ্ট, এবং (২) অব্যঙ্গ্য বা ব্যঙ্গ্যার্থরহিত। অবশ্য, প্রথম শ্রেণীর কাব্যেরও দুইটি অবান্তর ভেদ সম্ভব হইতে পারে—ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের বিচার করিয়া। আনন্দবর্ধনের মতে, যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রধান, তাহা 'ধ্বনিকাব্য' রূপে পরিচিত—উহাই উত্তমকাব্য; যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা অপ্রধান বা গুণীভূত, তাহার নাম 'গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য' কাব্য, এবং তাহাই মধ্যমশ্রেণীর কাব্য। আর, যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, কেবলমাত্র শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের সমাবেশ—তাহাই অব্যঙ্গ্য কাব্য, বা চিত্র-কাব্য (শব্দচিত্র এবং বাচ্যচিত্র); তাহাই অধম শ্রেণীর কাব্য। আনন্দবর্ধন উহাকে 'কাব্যের অনুকৃতি' বলিয়াছেন, মুখ্যভাবে উহাকে কাব্যই বলা চলে না।—

"ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যে ধ্বনিসংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ, গুণভাবে তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। ততোঽন্যদ্ রসভাবাদিতাৎপর্য্যরহিতং ব্যঙ্গ্যার্থ-বিশেষপ্রকাশনশক্তিশূন্যং চ কাব্যং কেবল-বাচ্য-বাচক-বৈচিত্র্য-মাত্রাশ্রয়েণ উপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন

তন্মুখ্যং কাব্যং, কাব্যানুকারো হ্যসৌ।"—ঐ, বৃত্তি (কারিকা ৩.৪১-৪২)

এই ব্যঙ্গ্যার্থ আবার আনন্দবর্ধনের মতে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে—বস্তু, অলংকার এবং রস। এই ত্রিবিধ প্রতীয়মান অর্থের মধ্যে রসই সর্বোত্তম ব্যঙ্গ্য—'স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ'। কেননা, বস্তু এবং অলংকার এই ব্যঙ্গ্যদ্বয় কখনও কখনও শব্দের অভিধাশক্তিরও গোচর হইতে পারে; সুতরাং উহাদের ব্যঙ্গ্যত্ব 'সার্বদিক' নহে, 'কাদাচিৎক' (occasional)। কিন্তু রসরূপ অর্থ সর্বদাই ব্যঞ্জনাশক্তিবেদ্য; স্বপ্নেও কখনও উহা অভিধেয় বা লক্ষ্য হইতে পারে না। 'রস'-শব্দ বা শৃঙ্গারাদি-রসবিশেষ-বাচক 'শৃঙ্গারাদি' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সামাজিকগণের চিত্তে কখনও অভিধাশক্তির সাহায্যে 'আস্বাদ-স্বভাব' রসের উদ্রেক করা যাইতে পারে না—"ন হি কেবল-শৃঙ্গারাদিশব্দমাত্রভাজি বিভাবাদিপ্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রসবত্ত্বপ্রতীতি-রস্তি।"—(ঐ. পৃ. ৮২-৮৩)। (১)

(১) দ্রষ্টব্যঃ "তত্র প্রতীয়মানস্য তাবদ্ দ্বৌ ভেদৌ—লৌকিকঃ, কাব্য-ব্যাপারৈকগোচরশ্চতি। লৌকিকো যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদ-ধিশেতে, স চ বিধিনিষেধাদ্যনেকপ্রকারো বস্তুশব্দেন উচ্যতে। সোঽপি দ্বিবিধঃ—যৎ পূর্বং ক্বাপি বাক্যার্থেঽলঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়াঽন্বভূৎ ইদানীং তু অনলংকাররূপ এব, অন্যত্র গুণীভাবাভাবাৎ। স পূর্ব-প্রত্যভিজ্ঞানবলাদলংকারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্যতে, ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন। তদ্রূপতাভাবেন তূপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে। মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতম্। যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিক-

ভট্টোদ্ভট তাঁহার লুপ্ত 'ভামহ-বিবরণ' এবং 'কাব্যালংকার-সারসংগ্রহে' স্বশব্দের দ্বারাও রসোদ্বোধ সম্ভব, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। 'রসবদ্'-অলংকারের নিরূপণপ্রসঙ্গে আচার্য্য উদ্ভট বলিয়াছেন—

"রসবদ্ দর্শিত-স্পষ্টশৃঙ্গারাদি-রসোদয়ম্।
স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবা-ভিনয়াস্পদম্॥"

—কাব্যালংকার, ৪.৩

অতএব উদ্ভটের মতে স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব, বিভাব এবং অভিনয় (অনুভাব) প্রভৃতির সাহায্যে যেমন রসের উদ্বোধ সম্ভব, সেইরূপ 'রস'-শব্দ বা 'শৃঙ্গার'-প্রভৃতি শব্দ শ্রবণেও সামাজিক চিত্তে সেই সেই রসের উদ্রেক সম্ভব। (১) আচার্য্য

ব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুচিত-প্রাগ্ বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপাররসনীয়-রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনি-রিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়া আত্মেতি।" —লোচন. পৃ. ৫০—৫২। অপি চ— "বস্ত্বলংকারা অপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসতে তাবৎ। রস-ভাব-তদাভাস-তৎপ্রশমাঃ পুনঃ ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথচ আস্বাদ্যমানতা-প্রাণতয়া ভান্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্।"—ঐ.পৃ. ৭৮

(১) তুলনীয়ঃ "এবাং চ শৃঙ্গারাদীনাং নবানাং **স্বশব্দাদিভিঃ পঞ্চভি**-রবগতি-র্ভবতি। যদুক্তং ভট্টোদ্ভটেন **'পঞ্চরূপা রসাঃ'** ইতি। তত্র স্বশব্দাঃ শৃঙ্গারাদে-র্বাচকাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ শব্দাঃ। স্থায়িনো রসানামু-পাদানকারণপ্রখ্যা রত্যাদয়ো নব ভাবাঃ। সঞ্চারিণস্তু নির্বেদাদয়ো রসানামবস্থাবিশেষরূপাঃ। বিভাবাস্তু তেষাং নিমিত্তকারণভূতা যোষিদাদয় ঋতু-মাল্যানুলেপনাদয়শ্চ। আঙ্গিকাদয়স্তু চত্বারো রসানাং কার্য্যভূতা অভিনয়াঃ। এতেষাং চ স্বশব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমস্তব্যস্ততয়া আস্পদত্বাৎ যেন কাব্যেন স্ফুটরূপতয়া শৃঙ্গারাদিরসাবির্ভাবো দর্শ্যতে, তৎ কাব্যং রসবৎ। রসাঃ খলু তস্যালংকারঃ।" —ঐ. লঘুবৃত্তিঃ প্রতীহারেন্দুরাজ।

আনন্দবর্ধন দেখাইলেন যে, যাহা আস্বাদ-স্বভাব তাহা কখনও স্বপ্নেও 'অভিধা'-শক্তিবেদ্য নহে, উহা সর্বদাই 'ব্যঞ্জনা'-গোচর। (১) পূর্বাচার্য্যগণের সহিত আনন্দবর্ধনের মতভেদ প্রধানতঃ—(ক) 'ব্যঞ্জনা' নামক অভিনব এক শব্দব্যাপারের কল্পনে, এবং (খ) রসের কাব্যাত্মত্ব-সমর্থনে। আনন্দবর্ধন দেখাইলেন 'রস' কখনই কাব্যের অলংকার হইতে পারে না—উহা কাব্যের আত্মভূত। সুতরাং যাঁহারা 'রসবদ্' অলংকার স্বীকার করেন, যেমন—ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি, তাঁহারা ভ্রমবশতঃ যাহা অলংকার্য্য, তাহাকেই অলংকাররূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। অবশ্য রসের এই প্রাধান্য ভরতমুনিই প্রথমতঃ ঘোষণা করেন,

(১) কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে উদ্ভটের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া পরিহাসপূর্বক বলিয়াছেন যে, যাঁহারা 'রস' কে স্বশব্দবাচ্য বলেন, তাঁহারা 'ঘৃতপূর' (ঘিওর) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের দ্বারাই ত' ঐ সকল স্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের অনায়াসে আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতে পারেন! সুতরাং তাঁহাদের নমস্কার!—"যদপি কৈশ্চিৎ—'স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনয়াস্পদম্'—ইত্যনেন পূর্বমেব লক্ষণং বিশেষিতম্, তত্র স্বশব্দাস্পদত্বং রসানামপরিগতপূর্বমস্মাকম্। ....তদিদমুক্তং ভবতি যৎ স্বশব্দৈরভিধীয়মানাঃ শ্রুতিপথমবতরন্তঃ চেতনানাং চর্বণচমৎকারং কুর্বন্তীত্যনেন ন্যায়েন ঘৃতপূরপ্রভৃতয়ঃ পদার্থাঃ স্বশব্দৈরভিধীয়মানাঃ তদাস্বাদসম্পদং সম্পাদয়ন্তীত্যেবং সর্বস্য কস্যচিৎ উপভোগসুখার্থিনঃ তৈঃ উদারচরিতৈরযত্নেনৈব তদভিধানমাত্রাদেব ত্রৈলোক্য-রাজ্যসম্পৎ-সৌখ্যসমৃদ্ধিঃ প্রতিপাদ্যত ইতি নমস্তেভ্যঃ।"—ঐ. পৃ. ১৫৯ (Dr. S. K. De's Edn.).

কিন্তু তাহা যে সর্বদাই 'ব্যঞ্জনাশক্তি-বেদ্য' ইহা আনন্দবর্ধনই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন। এই ব্যঞ্জনা ব্যাপারের প্রতিষ্ঠাই আনন্দবর্ধনের মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি যদিও বলিয়াছেন যে, কাব্যের এই ব্যঞ্জনাব্যাপার বা ধ্বনি তিনি স্ফোটবাদী বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি ঐ অতিরিক্ত ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারের দ্বারা বোধিত ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং উহারই শ্রেষ্ঠত্ব অনেকেই স্বীকার করিয়া লইতে চাহেন নাই। আনন্দবর্ধন স্বয়ং 'ধ্বন্যালোক'-এর প্রথম উদ্দ্যোতের প্রারম্ভেই ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সমসাময়িক মনোরথ-নামা এক কবির একটি পরিহাসমূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ-রচিতং চ যন্ন বচনৈ-র্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

যাহাতে কোনও অলংকার নাই, কোনও বক্রোক্তি নাই, কোনও ব্যুৎপন্ন বচনের চিহ্নমাত্র নাই, এমন কাব্য কেবল-মাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট বলিয়াই উত্তম কাব্য হইবে, ইহা কি বাতুলের কথা নহে? 'ধ্বন্যালোকে'র প্রথম কারিকায় আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যভাব-বাদি'গণের তিনপ্রকার বিকল্প বা আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই হয় রীতি, না হয় গুণ, নতুবা অলংকার প্রভৃতি সর্ববাদি-সম্মত কাব্যতত্ত্বগুলির মধ্যেই ব্যঙ্গ্যার্থের অন্তর্ভাব সাধন করিয়া উহার অভিনবত্ব নিরাকরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। কিন্তু গুণ, রীতি, অলংকার

হইতে 'ধ্বনি' বা ব্যঙ্গ্যার্থ যে সর্বথা অতিরিক্ত, ইহা আনন্দবর্ধন নানা যুক্তির দ্বারা সাধন করেন। অভিনবগুপ্তও তাঁহার 'লোচন' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"কিং কুর্মঃ? অপারং মৌর্খ্য-মভাববাদিনাম্!"—'ধ্বন্যভাববাদিগণের মূর্খতার সীমা নাই!' সত্যই বটে। খৃঃ ৯ম শতকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তাঁহার বিখ্যাত 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের এই ধ্বনি-বাদের প্রতি পরিহাসপূর্বক কটাক্ষ করিয়া উহার নিরাকরণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এতেন শব্দসামর্থ্যমহিম্না সোঽপি বারিতঃ।
যমন্যঃ পণ্ডিতম্মন্যঃ প্রপেদে কঞ্চন ধ্বনিম্॥
বিধে-র্নিষেধাবগতি-র্বিধিবুদ্ধি-র্নিষেধতঃ।
যথা—"ভম ধম্মিঅ বীসত্থো' 'মা স্ম পান্থ গৃহং বিশ'॥
মানান্তরপরিচ্ছেদ্যবস্তুরূপোপদেশিনাম্।
শব্দানামেব সামর্থ্যং তত্র তত্র তথা তথা॥
অথবা নেদৃশী চর্চ্চা কবিভিঃ সহ শোভতে।
বিদ্বাংসোঽপি বিমূহ্যন্তি বাক্যার্থগহনেঽধ্বনি॥"

—ন্যায়মঞ্জরী ১ম ভাগ.
পৃ. ৪৫ (কাশীসংস্করণ)।

'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্তভট্টের মতে 'ধ্বনন' বা 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপার অর্থাপত্তি বা অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত—উহা কোনও নূতন ব্যাপারই নহে।

শুধু যে 'ন্যায়মঞ্জরী'কারই ধ্বনিবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা নয়। ভট্টশঙ্কুক, যিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, তিনিও রসকে কাব্যে 'অনুমেয়'ই (Inferable) বলিয়াছিলেন, ইহা অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' হইতেই জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া, বিখ্যাত মনীষী মহিমভট্ট তাঁহার 'ব্যক্তিবিবেকে' ব্যঞ্জনাব্যাপার যে অনুমানপ্রমাণ হইতে কিছুমাত্র অতিরিক্ত নহে, এবং ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থ —তাহা বস্তুই হউক, অলংকারই হউক বা রসই হউক—যে অনুমেয় অর্থ হইতে অভিন্ন ইহা নানা যুক্তিসহকারে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকেই মহিমভট্ট গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্॥"

—ব্যক্তিবিবেক ১.১

অবশ্য, ব্যক্তিবিবেককার রসই যে কাব্যের 'আত্মা' তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু উহা তাঁহার মতে 'অনুমানপ্রমাণ-বেদ্য', ব্যঞ্জনাব্যাপারগোচর নহে। সুতরাং কাব্যের 'সংজ্ঞী' আত্মা যে রস, এই বিষয়ে ধ্বনিকার এবং ব্যক্তি-বিবেককার উভয়েই একমত; কিন্তু 'সংজ্ঞা' লইয়াই উভয়ের মতভেদ। একজনের মতে উহা 'ব্যঙ্গ্য', অপরজনের মতে উহা 'অনুমেয়'—

"কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ।
সংজ্ঞায়াং সা কেবলমেষাপি ব্যক্ত্যযোগতোঽস্য কুতঃ ॥
শব্দস্যৈকাভিধা শক্তি-রর্থস্যৈকৈব লিঙ্গতা।
ন ব্যঞ্জকত্বমনয়োঃ সমস্তী-ত্যুপপাদিতম্ ॥"

—ঐ. ১ম বিমর্শ. কারিকা ২৬-২৭.

ধ্বনিকার স্বয়ংও অনুমিতিবাদিগণের আপত্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে বাচ্য, লক্ষ্য এবং তাৎপর্য্যার্থ ব্যতিরিক্ত কাব্যের সারভূত প্রতীয়মানার্থের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্যমের উদ্দেশ্য, উহা ব্যঞ্জনা-শক্তিবেদ্যই হউক অথবা অনুমানব্যাপারগম্যই হউক, সে বিষয়ে তাঁহার ততখানি অভিনিবেশ নাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে অনুমানের লক্ষণ ব্যঙ্গার্থপ্রতীতির ক্ষেত্রে একেবারেই টিকে না—"অত্রোচ্যতে—নন্বেবমপি যদি নাম স্যাৎ, তৎ কিং নশ্ছিন্নম্। বাচকত্বগুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দব্যাপারোঽস্তীত্যস্মাভিরভ্যুপগতম্। তস্য চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমস্তু অন্যদ্ বা। সর্বথা প্রসিদ্ধশাব্দ-প্রকারবিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ তস্যাস্তি—ইতি নাস্ত্যেবাবয়ো-র্বিবাদঃ। ন পুনরয়ং পরমার্থঃ যৎ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমেব, সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিশ্চ লিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি।"—ধ্বন্যালোক, উদ্দ্যোত ৩. পৃ ৪৪৯।

ধ্বনিবাদের আর একজন প্রধান সমালোচক ছিলেন ভট্টনায়ক। তিনি তাঁহার লুপ্ত 'হৃদয়দর্পণ' গ্রন্থে ধ্বনিবাদের খণ্ডন

করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থটিও 'ধ্বনিধ্বংসগ্রন্থ' রূপে পরিচিত, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অভিনবগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে 'হৃদয়দর্পণ' হইতে যে সকল অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে ভট্টনায়কও রসের প্রাধান্যই স্বীকার করিতেন। কবির কাব্য তাঁহার অন্তরের রসানুভূতিরই 'উচ্ছলন' মাত্র—"এবং চর্বণোচিতশোকস্থায়ি-. ভাবাত্মককরুণরসসমুচ্ছলনস্বভাবত্বাৎ স এব কাব্যস্যাত্মা সারভূতস্বভাবোঽপরশব্দবৈলক্ষণ্যকারকঃ। এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে—

'যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্' ইতি।"—লোচন. পৃ ৮৭।

কিন্তু রসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইলেও ভট্টনায়ক ব্যঞ্জনাব্যাপারের অস্তিত্ব মানিতেন না। তাঁহার মতে কাব্যের তিনটি পৃথক্ শক্তি বা ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ, শব্দের অভিধাব্যাপার (লক্ষণাও ইহার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত); দ্বিতীয়তঃ, বিভাবাদিরূপ অর্থের সাধারণীকরণাত্মক 'ভাবনা' ব্যাপার বা 'সাধারণীকৃতি' ব্যাপার (function of universalisation); এবং তৃতীয়তঃ, সহৃদয়ের আস্বাদনাত্মক 'ভোগীকৃতি' (function of relishing) ব্যাপার।

"অভিধা ভাবনা চান্যা তদ্‌ভোগীকৃতি-রেব চ।
অভিধা ধামতাং যাতে শব্দার্থালংকৃতী ততঃ॥
ভাবনাভাব্য এষোঽপি শৃঙ্গারাদিগণো হি যৎ।
তদ্‌ভোগীকৃতিরূপেণ ব্যাপ্যতে সিদ্ধিমান্ নরঃ॥"

—অভিনবভারতী টীকায় উদ্ধৃত, ১ম ভাগ. পৃ. ২৭৯।

কিন্তু ধ্বনিবাদিগণ বলেন, ব্যঞ্জনা ব্যাপারই সাধারণীকরণ এবং আস্বাদন-উভয়েরই হেতু। সুতরাং, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি —এই দুইটি পৃথক্ শক্তিকল্পনার কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যে ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারা প্রতীয়মান বস্তু ও অলংকারের বোধ জন্মিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই বিভাবাদি অর্থের সাধারণীকরণ ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাই আবার সহৃদয়ের রসাস্বাদনেরও সহকারী। (১)

(১) জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধরে' ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ বর্ণনা করিয়া অভিব্যক্তিবাদ (বা ধ্বনিবাদ) হইতে উহার প্রভেদ দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন—"এবং চ ত্রয়োঽংশাঃ কাব্যস্য— 'অভিধা ভাবনা চৈব তদ্ভোগীকৃতি'রেব চ ইত্যাহুঃ। মতস্যৈতস্য পূর্বস্মাৎ মতাৎ ভাবকত্বব্যাপারান্তরস্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগস্তু ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্ত্বং তু ব্যঞ্জনাদবিশিষ্টম্। অন্যা তু সৈব সরণিঃ"—ঐ পৃ ২০। অপিচ—"লক্ষণাপ্রয়োজনব্যঞ্জকতয়া, একত্রাভিধানিয়ন্ত্রণেঽপরার্থব্যঞ্জকতয়া, বক্তৃবৈশিষ্ট্যাদিসহকারেণ তত্তদর্থগমকতয়া চ সিদ্ধেন ব্যঞ্জনাব্যাপারেণৈব গতার্থতয়া অতিরিক্তব্যাপারদ্বয়কল্পনে মানাভাবাদ্-ইতি ভাবঃ।"—বৈদ্যনাথ তৎসৎ : **কাব্যপ্রদীপ-ব্যাখ্যা** পৃ. ৬৬-৬৭ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। জয়রথ তাঁহার রুয্যককৃত 'অলংকারসর্বস্বে'র উপর 'বিমর্শিনী'টীকায় ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধে দ্বাদশটী সম্ভাব্য আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"(১) তাৎপর্য্যশক্তি-(২) রভিধা (৩-৪) লক্ষণাহ-(৫-৬) নুমিতী দ্বিধা। (৭) অর্থাপত্তিঃ (৮) কচিত্তন্ত্রং (৯) সমাসোক্ত্যাদ্যলংকৃতিঃ॥ (১০) রসস্য কার্য্যতা (১১) ভোগো (১২) ব্যাপারান্তরবাধনম্। দ্বাদশেত্থং ধ্বনেরস্য স্থিতা বিপ্রতিপত্তয়ঃ॥"—পৃ. ৯ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)

এইভাবে ধ্বনির বিশেষতঃ 'রসধ্বনির' প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায়, ধ্বনিকারের মতে 'অলংকার' সমূহ যে কাব্যের বাহ্য উপকরণ, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। অলংকারসমূহ রসোপযোগী এবং রসোচিতরূপে সন্নিবিষ্ট হইলেই শুধু কাব্যের শোভা বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা নহে। সুতরাং অলংকার-নিবেশের জন্য কবির 'সমীক্ষা'র প্রয়োজনীয়তা আছে। আচার্য্য আনন্দবর্ধন সেই সমীক্ষণপদ্ধতির স্বরূপ কয়েকটি প্রধান সূত্র-নির্দ্দেশপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা নিম্নলিখিতরূপ—

"এষা চাস্য বিনিবেশনে সমীক্ষা—

> "বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
> কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা॥
> নির্ব্যূঢ়াবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।
> রূপকাদে-রলংকারবর্গস্যাঙ্গত্বসাধনম্॥"

—ধ্বনিকারিকা. ২. ১৮-১৯

'গুণ' সম্বন্ধেও আনন্দবর্ধনের মত বিভিন্ন প্রকারের। আনন্দ-বর্ধন ভামহের অনুসরণ করিয়া মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ—মাত্র এই তিনটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিক-গণের মতে এইগুলি শব্দ ও অর্থেরই কতকগুলি ধর্ম্মমাত্ররূপে পরিগণিত হইত। আনন্দবর্ধন দেখাইলেন যে, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণত্রয় শব্দার্থধর্ম নহে, উহারা 'রসধর্ম্ম'; উহারা কুণ্ডলাদি অলংকারের ন্যায় 'দেহধর্ম' নহে, শৌর্য্যাদির ন্যায় 'আত্মধর্ম'—

"তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ ॥"

—ধ্বনিকারিকা ২. ৬

শব্দ, অর্থ, অভিনয় প্রভৃতি শুধু সেই সেই গুণযুক্ত সেই সেই রসের ব্যঞ্জকমাত্র। এবং 'মধুরঃ শব্দঃ, মধুরঃ অর্থঃ' এই রূপে মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের শব্দ, অর্থ প্রভৃতির বিশেষণরূপে প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ—ব্যঙ্গ্যরসের ধর্ম ব্যঞ্জক শব্দার্থ প্রভৃতিতে আরোপের ফলমাত্র, আর কিছুই নহে। (১) ধ্বনি-কারের মতে শৃঙ্গার এবং করুণ মাধুর্য্যগুণশালী; রৌদ্র, বীর এবং অদ্ভুত ওজোগুণবিশিষ্ট; এবং হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস এবং শান্ত—এই কয়টি রসে মাধুর্য্য এবং ওজোগুণেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে মিশ্রণ দেখা যায়। প্রসাদগুণটি কিন্তু সর্বরসসাধারণ ধর্ম। এই তিনটি গুণের দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তে তিনপ্রকার অবস্থা উদ্রিক্ত হইয়া থাকে—মাধুর্য্য দ্রুতিরূপ চিত্তাবস্থার প্রযোজক, ওজোগুণ দীপ্তির, এবং প্রসাদ বিকাশের হেতু। (২)

(১) "এবং মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদা এব ত্রয়ো গুণা উপপন্নাঃ ভামহা-ভিপ্রায়েণ। তে চ প্রতিপত্ত্রাস্বাদময়া মুখ্যতয়া আস্বাদ্যে উপচরিতা রসে, ততস্তদ্‌ব্যঞ্জকয়োঃ শব্দার্থয়োরিতি তাৎপর্য্যম্।"—লোচনটীকা পৃ. ২১৩।

(২) "এবং মাধুর্য্যদীপ্তী পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিতয়া স্থিতে শৃঙ্গারাদিরৌদ্রাদি-গতে ইতি প্রদর্শয়তা তৎসমাবেশবৈচিত্র্যং হাস্য-ভয়ানক-বীভৎস-শান্তেষু দর্শিতম্। হাস্যস্য শৃঙ্গারাঙ্গতয়া মাধুর্য্যং প্রকৃষ্টং, বিকাসধর্মতয়া চ ওজোঽপি প্রকৃষ্টমিতি সাম্যং দ্বয়োঃ। ভয়ানকস্য মগ্নচিত্তবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি বিভাবস্য

'রীতি'ও আনন্দবর্ধনের মতে রসপরতন্ত্র এবং রসধর্ম। বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি, গ্রাম্যা, নাগরিকা, উপনাগরিকা প্রভৃতি কাব্যবৃত্তি অথবা কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটী প্রমুখ নাট্যবৃত্তি—সকলই রসপর্য্যবসায়ী। উহাদের নিজস্ব কোনও চমৎকারিতা নাই। রসনিরপেক্ষ কোনও রীতিই কবিগণের গ্রহণীয় নহে। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে, রীতিমার্গের আচার্য্য-গণ গুণসংঘটনাত্মক রীতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কাব্যের সারভূত পদার্থের ঈষৎ অস্ফুট দর্শন যেন লাভ করিয়াছিলেন, যদিও উহার প্রকৃত স্বরূপ তাঁহারা নির্বচন করিতে পারেন নাই—

দীপ্ততয়া ওজঃ প্রকৃষ্টং মাধুর্য্যমল্পম্। বীভৎসেঽপ্যেবম্। শান্তে তু বিভাববৈচিত্র্যাৎ কদাচিদোজঃ প্রকৃষ্টং কদাচিন্মাধুর্য্যমিতি বিভাগঃ।" —লোচন, পৃঃ ২১২। কোনও কোনও আলংকারিক পূর্বকথিত চারিটি উৎপাদক রসের আস্বাদজনিত চিত্তের **চারিটি** অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন—বিকাস, বিস্তর, ক্ষোভ এবং বিক্ষেপ। তুলনীয় :—

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ।
বিকাশ-বিস্তর-ক্ষোভ-বিক্ষেপৈঃ স চতুর্বিধঃ।
বিকাসঃ কুসুমস্যেব পাদপস্যেব বিস্তরঃ।
ক্ষোভোঽব্ধেরিব বিক্ষেপো মারুতস্যেব চেতসঃ॥"

তত্র বিকাসোপাধিকঃ শৃঙ্গারঃ। বিস্তরোপাধিকো বীরঃ। ক্ষোভোপাধিকো রৌদ্রঃ। বিক্ষেপোপাধিকো বীভৎসঃ।"—বিদ্যাধরঃ **একাবলী** পৃঃ ৯৬।

"অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্ যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্‌ভি-র্ব্যাকর্ত্তুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥" (১)
—ধ্বনিকারিকা ৩. ৪৬

ধ্বনিকারের এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই রুদ্রট কোন্ কোন্ রীতি কি কি রসের উপযোগী, তাহা তাঁহার 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটিতে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

"বৈদর্ভী-পাঞ্চাল্যৌ প্রেয়সি করুণে ভয়ানকাদ্ভুতয়োঃ।
লাটীয়া-গৌড়ীয়ে রৌদ্রে কুর্য্যাদ্ যথৌচিত্যম্ ॥"

এইরূপে বর্ণ, পদ, সমাস, সংঘটনা, অলংকার, বৃত্তি, রীতি, অভিনয় প্রভৃতি কাব্যের যতকিছু উপকরণ সকলই ধ্বনিকারের মতে রসপর্য্যবসায়ী। রসপর্য্যবসায়িতাতেই তাহাদের চরম সার্থকতা, অন্যথা নহে। আনন্দবর্ধনের মতে 'লব্ধপরিপাক' কবিগণের রসভাবাদিশূন্য কাব্যরচনায় কিছুমাত্রও আগ্রহ অনুচিত এবং অশোভন—

"যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপর্য্যবিরহে
ব্যাপার এব ন শোভতে।"

---

(১) "রীতির্হি গুণেষ্বেব পর্য্যবসিতা। যদাহ—বিশেষো গুণাত্মা গুণাশ্চ রসপর্যবসায়িন এবেতি হ্যুক্তং প্রাগ্‌গুণনিরূপণে 'শৃঙ্গার এব মধুরঃ' ইত্যত্রেতি।"—লোচন. পৃঃ ৫১৭।

পুনশ্চ—"নাগরিকয়া হি উপমিতেত্যনুপ্রাসবৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি। পরুষেতি দীপ্তেষু রৌদ্রাদিষু। কোমলেতি হাস্যাদৌ। তথা—'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ' ইতি যদুক্তং মুনিনা তত্র রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষঃ বৃত্তিঃ। যদাহ—'কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা' ইত্যাদি।"—ঐ পৃ. ৫১৮।

আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ সকল আলঙ্কারিকই প্রায় রসধ্বনির এই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আনন্দবর্ধন প্রতিষ্ঠাপিত 'ধ্বনি' এবং 'রসের' এই প্রাধান্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য বিরচিত 'আর্য্যাসপ্তশতী'র নিম্নোদ্ধৃত দুইটি 'আর্য্যা'য় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

"অধ্বনি পদগ্রহপরং মদয়তি হৃদয়ং ন বা ন বা শ্রবণম্।"
কাব্যমভিজ্ঞসভায়াং মঞ্জীরং কেলিবেলায়াম্॥"

—১. ৪৮

এবং—"রতরীতিবীতবসনা প্রিয়েব শুদ্ধাঽপি বাঙ্ মুদে সরসা।
অরসা সালংকৃতিরপি ন রোচতে শালভঞ্জীব॥"

—ঐ ১.৫৪

অধ্যাপক কাণে অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে 'ধ্বন্যালোকে'র গুরুত্বসম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন—"The *Dhvanyaloka* is an epoch-making work in the History of Alankara literature. It occupies the same position in the Alankarasastra as Panini's sutras in grammar and the Vedanta Sutras in Vedanta........As the *Rasagangadhara* remarks ('ধ্বনিকৃতা-মালঙ্কারিকসরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ') the *Dhvanyaloka* settled the principles to be followed in Poetics." (১)

(১) **History of Alamkāra Literature :** Introduction. P. lvii

৭

কুন্তক ঃ বক্রোক্তি-প্রস্থান

যদিও ধ্বনিকারই অলংকারশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি একরূপ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিয়মিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি কোনও কোনও মনীষী পরবর্ত্তীকালে কবিকর্ম্মের উৎকর্ষ নূতনভাবে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। কুন্তকের 'বক্রোক্তিবাদ' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখিয়াছি ভামহ সর্ববিধ অলংকারকেই 'বক্রোক্তি'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন—এমন কি 'রসবৎ' প্রভৃতি রস-ভাব-প্রধান অলংকারগুলিও তাঁহার মতে বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ। তিনি স্বভাবোক্তিকে অলংকার বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। দণ্ডী প্রধানতঃ অলংকারের দুইটি মূল বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন—স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি, এবং অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি শব্দার্থালংকার ও রসভাব প্রভৃতি আস্বাদপ্রধান কাব্যগুলিকেও বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ভোজরাজ কিন্তু স্বভাবোক্তি, বক্রোক্তি এবং রসোক্তি—বাঙ্ময়ের এই ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিয়া ধ্বনিপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতঃ রস-ভাবাদিপ্রধান বাক্যগুলিকে উপমাদি সাধারণ 'বক্রোক্তি' হইতে পৃথক্ করিয়া 'রসোক্তি'-সংজ্ঞক তৃতীয় এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। (১) এইভাবে 'বক্রোক্তি'

(১) বক্রোক্তিশ্চ রসোক্তিশ্চ স্বভাবোক্তিশ্চ বাঙ্ময়ম্'
—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ৫. ৮

শব্দের অর্থ ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভোজরাজ পর্যান্ত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভামহই প্রথম 'বক্রোক্তি'কে কাব্যের শ্রেষ্ঠ এবং এক-মাত্র শোভাহেতু রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভোজরাজ 'শৃঙ্গার-প্রকাশে' বলিয়াছেন—"বক্রোক্তিরেব কাব্যানাং পরা ভূষেতি ভামহঃ"—(১১শ অধ্যায়)। ভামহের পর অবশ্য এই বক্রোক্তিবাদ 'গুণ-প্রস্থান', 'রীতি-প্রস্থান' এবং 'ধ্বনি-প্রস্থানে'র নবীন মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ভোজরাজ এবং কুন্তক আবার নূতন ভাবে তাহার পুনরুজ্জীবনে যত্নশীল হন। (১) কুন্তকের মতে বক্রতা বা 'বৈচিত্র্যে'র লক্ষণ হইতেছে— "শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধ-শব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকিত্ব" বা "প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিত্ব" বা "অতিক্রান্তপ্রসিদ্ধপ্রস্থানসরণিত্ব"।

---

(১) "(But) it can be accepted that new importance and new enthusiasm for Vakrokti in the post-Ananda period are due mainly to Kuntaka and his *V. J.* Bhoja takes up the Vakrokti from Bhamaha and Dandin, independent of any other writer and without any knowledge of Kuntaka. Bhoja and Kuntaka were writing at the same time and it happens in the history and destinies of ideas and subjects, that, at different places, different scholars happen to work at the same idea. The current of Vakrokti coming down from the hill of Bhamaha had two courses. There is one culmination in Bhoja and another in Kuntaka."

—Dr. Raghavan : Bhoja's *Sṛngāra Prakāsa*, Pt. I p. 123.

লোকে বা শাস্ত্রে শব্দ ও অর্থের যাদৃশ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ, তদ্বিলক্ষণরূপে শব্দ ও অর্থের প্রয়োগেই উহার বক্রতা বা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং তাহাই কাব্যের বিলক্ষণ ধর্ম। (১)

"শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি ॥"

—ঐ.পৃ. ৭

সুতরাং 'বক্রোক্তি' শুধু অলংকারই নহে—কবির কাব্য-নির্মাণের লোক-শাস্ত্রবিলক্ষণ, প্রতিভাপ্রণোদিত যাহা কিছু শৈলী (technique), সমস্তই কুন্তকের মতে 'বক্রোক্তি'-পদবাচ্য। কুন্তকের বক্রোক্তি সর্ব্বব্যাপক কাব্যতত্ত্ব। কুন্তক 'বক্রতার' স্থূলতঃ ছয়টি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা— (১) বর্ণবিন্যাস-বক্রতা, (২) পদপূর্বার্দ্ধ-বক্রতা বা প্রাতিপদিক-বক্রতা, (৩) পদপরার্দ্ধ-বক্রতা বা প্রত্যয়-বক্রতা, (৪) বাক্য-বক্রতা, (৫) প্রকরণ-বক্রতা, এবং (৬) প্রবন্ধ-বক্রতা। অবশ্য এই ষট্‌প্রকার প্রধান বক্রতার আবার অবান্তর নানা ভেদ তিনি দেখাইয়াছেন। কুন্তকাচার্য্য আনন্দ-বর্দ্ধন প্রতিপাদিত ধ্বনি বা প্রতীয়মানার্থের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে 'উপচার-বক্রতা' নামক বক্রতার

(১) দ্রষ্টব্য :—"প্রসিদ্ধং মার্গমুৎসৃজ্য যত্র বৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে। অন্যথৈ-বোচ্যতে সোঽর্থঃ সা বক্রোক্তিরুদাহৃতা ॥"— "শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধশব্দার্থোপ-নবিন্ধব্যতিরেকি যৎ বৈচিত্র্যং তন্মাত্রলক্ষণং বক্রত্বং নাম কাব্যস্য জীবিতম্"।

—ব্যক্তিবিবেক

এক অবান্তর শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ডাঃ সুশীল কুমার দে'র উক্তি উদ্ধারযোগ্য (১)—

"What kuntaka really intended to do was, no doubt, systematising and extending the *Alamkara*-theory of Bhamaha and Udbhata and give a longer lease of life to the already doomed Alamkara school, but his own system is unique in the sense that he posited *Vakrokti* definitely as the essential principle and systematically analysed its implications as was never done by any of his predecessors. On the other hand, his great admiration for Anandavardhana made him alive to the speculative aspects of the problem and take cognisance of *Rasa* and *Dhvani* under some forms of *Vakrokti,* the scope of which was thus made comprehensive enough to include the results of all previous speculation and practically synonymous with all that constitutes poetry." (২)

---

(১) অপর পক্ষে অধ্যাপক কাণে বলেন—"The *Vakrokti* school is really an offshoot of the *alamkara* school and need not be separately recognised."—*HAL* : Introduction p. CLV.

(২) Dr. S. K. De : *Vakrokti-jivita* : Introduction. pp. lix—lx.

৮

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ঃ অলংকার ও রসশাস্ত্র

আমরা প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রধান কয়েকটি প্রস্থানের আলোচনা করিলাম। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের বিশিষ্ট মতবাদের আলোচনা না করিলে, এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। গৌড়দেশে খৃঃ ১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তির যে অভিনব প্লাবন বহিয়াছিল, তাহার প্রভাব বৃহত্তর বঙ্গের ধর্ম্মে, সাহিত্যে এবং সমাজে শাশ্বতরূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর অলৌকিক চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই সুবিশাল পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার লোকোত্তর জীবনে ভগবদ্‌ভক্তির যে মূর্ত্ত প্রকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাই তাঁহার ভক্তগণের জীবনের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভগবদ্‌ভক্তির এইরূপ পরিপূর্ণ বিকাশ আর কোনও জাতির ইতিহাসে দেখা যায় নাই। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহের সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন ভক্তিই মনুষ্যজীবনের চরম পুরুষার্থ—ভক্তির সহিত তুলনায় আর সকল বৃত্তিই অসার, লঘু, ফল্গু। এই নবলব্ধ অনুভূতির প্রেরণায় শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দ

ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। বৃন্দাবনের গোস্বামি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাজি সেই উদ্যমেরই পরিণত ফল।

আমরা ভরতের রসপ্রস্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ভরতাচার্য্য মাত্র নয়টি স্থায়িভাব স্বীকার করিয়া তাহাদেরই রসীভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেবতার প্রতি ভক্তের রতি, পুত্রের প্রতি মাতাপিতার রতি ব্যভিচারি-ভাব মাত্র—উহারা কখনও রসরূপতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী সকল আচার্য্যই প্রায় ভরতের ঐ নির্দ্দেশ নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। 'রসগঙ্গাধর'কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ন্যায় স্বাধীনচেতাঃ পরীক্ষকও ভরতের মত উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভগবদ্‌বিষয়ক রতিভাবকে স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে করি—

"অথ কথমেত এব রসাঃ, ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রু-পাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদি-পুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ? ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ—শান্তরসে-হন্তর্ভাবমর্হতি, অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে—ভক্তে-র্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ—

"রতি-র্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ...॥"

ইতি হি প্রাচাং সিদ্ধান্তাৎ। ...ভরতাদি-মুনিবচনানা-মেবাত্র রসভাবত্বাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। ...রসানাং

ন্ববত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।”—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৫৫—৫৬।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনে ভগবদ্-ভক্তির অপূর্ব্ব উন্মাদনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই ভক্তিবৃত্তিকে ব্যভিচারিভাবরূপে স্বীকার করিতে পারেন নাই—উহা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, উহা করিলে সত্যের অপলাপ হইত। তাঁহারা ভগবদ্-রতিকেই মানবজীবনের একমাত্র স্থায়িভাবরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণে ঐ ভগবদ্‌বিষয়ক রতির ভক্তিরসরূপে অভিব্যক্তিই মানবজীবনের পরমপুরুষার্থরূপে গণনা করিয়াছিলেন। ভরত-প্রতিপাদিত শৃঙ্গারাদি আর সকল রসই উহার অপেক্ষায় ব্যভিচারিরস।—“আলঙ্কারিকগণের মতে যেমন ব্যঞ্জনা মনুষ্য-মাত্রের হৃদয়ে সুপ্ত বা অনভিব্যক্ত রতিকে জাগাইয়া রসাস্বাদের অনুকূল করিয়া থাকে, ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্যগণের মতে সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বাভাবিক শক্তি এই হ্লাদিনীই ভক্তির অধিকারী মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে সুপ্ত বা অনভিব্যক্ত ভগবদ্‌বিষয়ক রতিকে জাগাইয়া ভগবদ্‌রূপ রসাস্বাদনের অনুকূল করিয়া তুলে। এই রতি বা ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাই হইল কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান্‌ই আনন্দ এবং সেই আনন্দরূপ নিজ আত্মাকে আস্বাদন করিবার এবং জীবমাত্রকে আস্বাদন করাইবার শক্তি হ্লাদিনী. যেহেতু তাঁহাতে তাঁহারই স্বরূপভূত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত, সেই কারণে ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ বা রতি যে জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম,

তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।” (১) সুতরাং ভগবৎপ্রীতিই একমাত্র ‘স্থায়িভাব’, এবং ভক্তিরসই একমাত্র ‘রস’—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশিষ্ট মতবাদ। এই মতবাদ স্থাপনের জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামিসম্প্রদায়, রসবিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিত ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ এবং ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রামাণিক দুইখানি গ্রন্থ। যদিও ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থে রূপগোস্বামী শান্ত-প্রীতি-প্রেয়ঃ-বৎসল-উজ্জ্বল—এই কয়টি মুখ্যরসরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণরতিমূলক উজ্জ্বলরস বা মধুররস বা ভক্তিরসই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উহাই যে ‘রসরাট্’ তাহা ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে বিস্তৃত-ভাবে প্রতিপাদন করেন। এই ‘উজ্জ্বল’ বা ‘মধুর’ রসের সকলেই অধিকারী হইবার উপযুক্ত নহে,—স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিগণ, যাঁহারা কামবুদ্ধিতে কৃষ্ণরতি হইতে পরাঙ্‌মুখ, তাঁহাদের পক্ষে এই রস অনুপযোগী, ইহা দুরূহ এবং রহস্য,—সেই জন্য ‘ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু’তে সংক্ষেপে মাত্র উহার বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা রূপ-গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“নিবৃত্তানুপযুক্তত্বাদ্ দুরূহত্বাদয়ং রসঃ।
রহস্যত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য বিততাঙ্গোঽপি লিখ্যতে ॥”

কিন্তু ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে—

---

১ ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ: **বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম** (অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৩৯)। পৃ ১১১-১১২।

"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতো রহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥"

—উ. নী. ম. পৃ. ৪.

রূপগোস্বামী এই কৃষ্ণবিষয়ক রতিরূপ স্বাভাবিক স্থায়িভাবের তারতম্যবশতঃ তিনটি পৃথক্ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন—সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা।—

"রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্।
সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসা চাসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ॥
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তুভমণিবৎ ত্রিধাঽভিমতা।
নাতিসুলভেয়মভিতঃ সুদুর্লভা স্যাদনন্যলভ্যা চ॥"

সুতরাং সাধারণী হইতে সমঞ্জসা, এবং সমঞ্জসা হইতে সমর্থা রতিই উৎকর্ষভাক্। অতএব সমর্থা রতিই সর্বোত্তম রতিভাব, ইহাই উদ্রিক্ত হইয়া মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোকুলদেবীগণই ইহার অধিকারী। কিন্তু যে সকল ভক্ত রাগানুগমার্গ অবলম্বন করতঃ গোকুলদেবীভাবভাবিত হইয়া কৃষ্ণরতির আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই সর্বোত্তম মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইতে পারেন—

"ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাৎ বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্॥"

কৃষ্ণবিষয়ক রতির ষড়্‌বিধ অবস্থাও রূপগোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"স্যাদ্ দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্ ।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যু-র্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্ ।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ ॥"

—ঐ. পৃ. ৪১৬-১৭

একই ইক্ষুবীজ যেমন রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতশর্করা এবং সিতোপলারূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর মাধুর্য্য ও ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই কৃষ্ণরতি-রূপ স্থায়িভাব বা কৃষ্ণপ্রেম ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব (বা মহাভাব) রূপ ষড়্‌বিধ অবস্থার মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়া চরম মাধুর্য্য ও আস্বাদময়তা লাভ করিয়া থাকে। সেই মহাভাবদশারই চরম পরিণতি 'দিব্যোন্মাদ'—

"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেযুষঃ ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥"

—ঐ. পৃ. ৪৮৩

শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্রে সেই ব্রজদেব্যেকলভ্য মহাভাবদশা ও তাহারই চরমাবস্থা 'দিব্যোন্মাদ' মূর্ত্তি পরি-গ্রহ করিয়াছিল—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' 'অন্ত্যলীলাখণ্ডে' কবিরাজ কৃষ্ণদাসগোস্বামীর লেখনীপ্রসূত সেই দিব্যোন্মাদের হৃদয়-বিদ্রাবক বর্ণনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্।

'স্তবাবলী'তে উদ্ধৃত রঘুনাথদাসের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অপূর্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসংকোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সকলমতিকুর্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ ভিত্তৌ শশ্বদ্ বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

বৈদান্তিককেশরী পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থও এই ভক্তিরসবিষয়ক অপূর্ব গ্রন্থ। মধুসূদন সরস্বতীর জীবনে জ্ঞান এবং ভক্তির এই অপূর্ব সমন্বয় বিস্ময়কর। 'ভক্তিরসায়নে'র প্রথম উল্লাসের প্রথম শ্লোকে মধুসূদন বলিয়াছেন—

"নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থম্
পরমমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং বদন্তি।
নিরুপমসুখসংবিদ্রূপমস্পৃষ্টদুঃখং
তমহমখিলতুষ্ট্যৈ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ব্যনজ্মি ॥"

'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থখানি তিনটি উল্লাসে বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভ', বিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ', কবিকর্ণপূরবিরচিত 'অলংকারকৌস্তুভ', এবং বলদেববিদ্যাভূষণ প্রণীত 'কাব্যকৌস্তুভ' এবং 'সাহিত্যকৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থে রসতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রমেয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। তবে, ভক্তিরসের প্রাধান্য স্থাপনেই বৈষ্ণব আলংকারিক ও দার্শনিকগণ তাঁহাদের বিশিষ্ট মনীষার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অলংকারশাস্ত্রের অন্যান্য প্রমেয়তত্ত্বের নিরূপণে তাঁহারা পূর্বাচার্য্যগণের মতবাদসমূহই শুধু গতানুগতিক ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র।

সমাপ্ত